MUBARAK

CHANNEL 786

COMMUNITY NEWS NETWORK

ঈদ সংখ্যা ২০২২

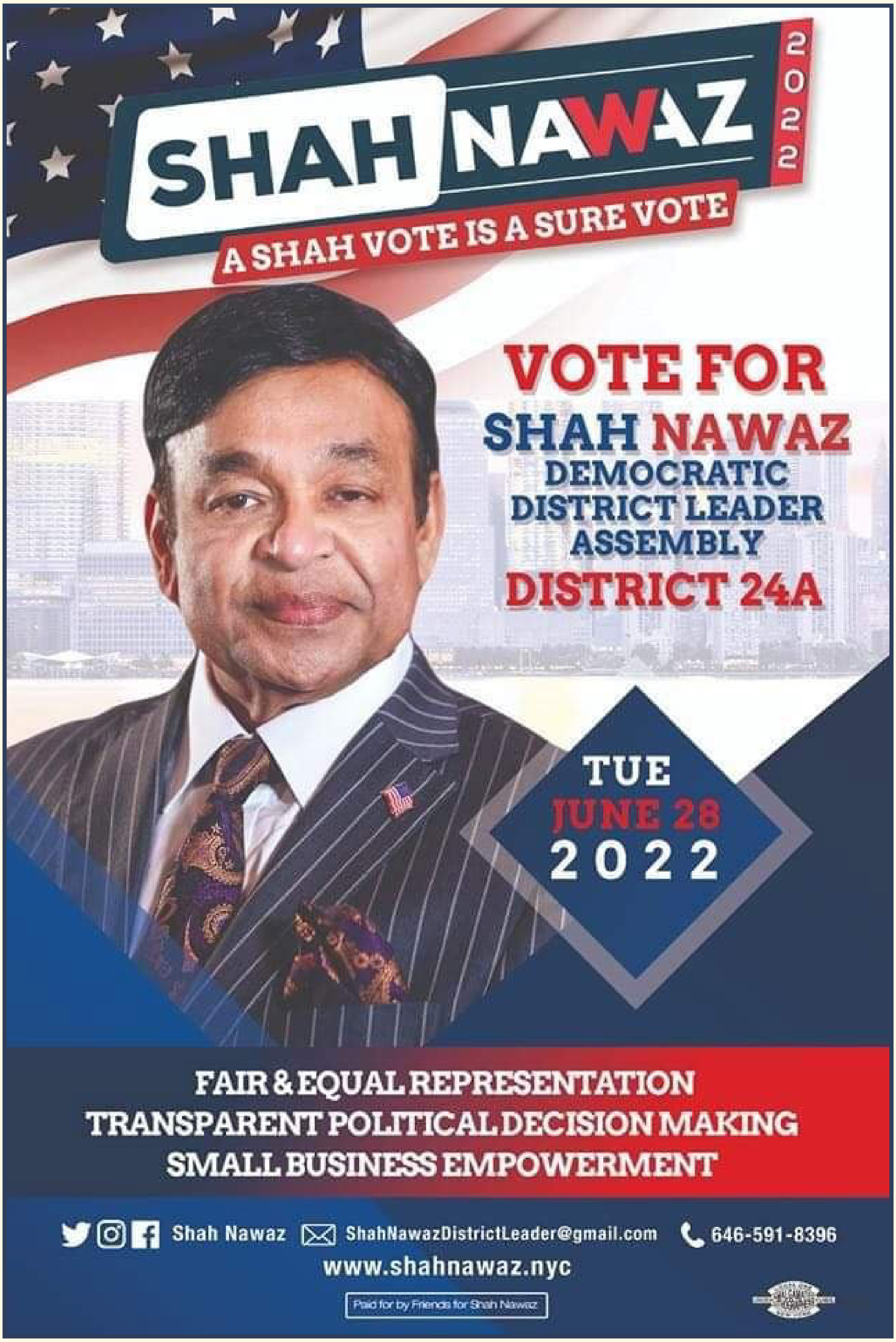
SHAH NAWAZ
2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz

সম্পাদকীয়

চ্যানেল ৭৮৬ ঈদ সংখ্যা
ঈদুল ফিতর-২০২২

অতিথি সম্পাদক
আশরাফ হাসান

সহযোগী সম্পাদক
সাঈদ রহমান
তানজিদা মেহের চৌধুরী
রোকাইয়া মোহনা

প্রকাশক
চ্যানেল ৭৮৬
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ/তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আসমানী তাগিদ...।' রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের সুখদ বার্তাবাহী মাহে রামাদানের এক মাসব্যাপী সিয়াম পালন শেষে মুসলিম জীবনে আগমন ঘটে আনন্দঘন পবিত্র ঈদুল ফিতরের। এ আনন্দ আত্মত্যাগ, আত্মশুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হওয়ার। এ আনন্দ ক্ষুধার্ত, দুঃখ-ক্লিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কষ্টে সমব্যথী হওয়ার, কষ্ট লাঘব করতে পারার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত জীবনবিধান কুরআনকে বক্ষে ধারণ করার, বিধিবিধান পালন করতে পারার আনন্দ। সর্বোপরি মহান মাবুদের সন্তুষ্টি হাসিলের পথে সফলতার আনন্দ।

ঈদুল ফিতর আমাদের জীবনে নিয়ে আসে নতুন আমেজ। নতুন আশাবাদ। মানবাত্মা পাপমুক্ত হয়ে বাস্তব আনন্দস্রোতে অবগাহন করে। নব প্রত্যয়ে জীবন পরিশীলিত হয়। এত আনন্দস্রোতে উদ্বেলিত হওয়ার পরও আমরা ব্যথাভারে জর্জরিত হই, যখন দেখি অনেক মানুষ এ আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্যের কশাঘাতে ছিটকে পড়ছে দুদণ্ড স্বস্তি থেকে। অসংখ্য বনী আদম আপন মাতৃভূমিতে নিপীড়িত-নির্যাতিত। রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় এমনকি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। রামাদানে এবং ঈদে স্বস্তিতে নামাজ পড়ার মতো অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তবুও আমরা আশাবাদী বিশ্বের সকল মুসলিম ঈদের অপার্থিব আনন্দে শামিল হোক। আসুন-আমরা সবাই দুঃখতাড়িত, হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াই। আনন্দ-বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হই। প্রসারিত করি অকুণ্ঠ সহযোগিতা, ভালোবাসার হাত।

আশরাফ হাসান
২৩ এপ্রিল ২০২২, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

সূচিপত্র

প্রবন্ধ
ঈদুল ফিতর : উৎসবের স্বরূপ ও চেতনা
—শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ : ০৫

গল্প
জল ছুঁয়েছে যে
—মামুন জামিল : ০৭

গদ্য
ঈদের আনন্দ ছুয়ে যাক সব প্রানে, সব খানে
—মোঃ শামছুল আলম : ১৭

গল্প
এ অনুভূতির নাম নেই
—মেহেনাজ পারভীন : ১৯

কবিতা : ২১
নিভে যাক দহনের দুরন্ত আগুন —তমিজ উদ্দীন লোদী
শোভন অহংকার —কাজী আতীক
লাল বৃত্তটা আরও লাল হউক —জসীম উদদীন মুহম্মদ
তোমার নিজের ছায়া —রাজিয়া সুলতানা
শুন্যের পাঁজরে —মোখলেসুর রহমান
তীব্রভাবে শ্লেষাত্মক —সাঈদ চৌধুরী
করোনা বছর —নুরুস সুফিয়ান চৌধুরী
সুন্দরের লোবান —আশরাফ হাসান
মায়ের আঁচলে রাখো হাত —মামুন সুলতান
থাকে যেনো মনে —স্বপ্ন কুমার
বাবার কথা —মালেক ইমতিয়াজ
ভালোবাসার স্বাপ্নিক কবি —শাকিল কালাম
ভোরের কুয়াশায় আমাদের পদচিহ্ন নেই —মাসুম আহমদ
জীবন হারাতে থাকি —ফায়সাল আইয়ুব
প্রার্থনা সংগীত —কামরুল আলম
বৈশাখী —বিচিত্র কুমার
শাওয়ালের চাঁদ —রনক আহমদ চৌধুরী
গান —জুলি রহমান
আমার মা —দেবর্ষি মুখোপাধ্যায়
আজ কবিতা লেখার দিন —আবুসাঈদ আনসারী

চ্যানেল ৭৮৬ পরিচিতি : ৩৯

সুধীজনের ঈদ শুভেচ্ছা : ৪৩

প্রবন্ধ

ঈদুল ফিতর : উৎসবের স্বরূপ ও চেতনা

শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ

ঈদুল ফিতর। ঈদে অন্তর-নিঃসৃত আনন্দে ভাসে মুসলিম মানস। এক অনাবিল আনন্দের মহোৎসব সম্পন্ন হয় ঈদকে ঘিরে। অনস্বীকার্য যে, ঈদ মুসলিম সংস্কৃতির এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। ঈদের প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কেননা পবিত্রতম আনন্দ-অনুভব আর উৎসবের নির্ভেজাল মনোরম মহড়ায় স্পন্দিত হয় মুসলিম জনপদ, উৎসবমুখর হয় মুসলিম-প্রধান প্রতিটি দেশ। এজন্যে, ঈদ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় সংস্কৃতি। মহামিলনের মহোৎসব। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। আরবি 'ঈদ' শব্দটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দুটি অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রথমত, আনন্দ ও খুশি, দ্বিতীয়ত, প্রত্যাবর্ত। এ-ই আনন্দ-খুশির উৎসব ঈদ প্রতিবছর মুসলিম মিল্লাতে ফিরে আসে। ঈদের আগমন ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল (সা.) হিজরতের পর লক্ষ করেন যে, মদিনাবাসীরা দুটি দিবসে আমোদ-প্রমোদ করে থাকে। একটি মহরজান, অন্যটি নওরোজ। নবি (সা.) আমোদ-প্রমোদের কারণ জানতে চাইলে তারা জানাল যে, জাহেলিয়াতের যুগে এ দুটি দিবসে আনন্দ-উল্লাস করা হত। তখন নবি (সা.) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে এ দুটি দিবসের পরিবর্তে অধিক উত্তম দুটি দিবস দান করেছেন। একটি ঈদুল ফিতর, অন্যটি ঈদুল আজহা (সুনানে আবু দাউদ)। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সুরা বাকারায় ঈদের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে: "তোমরা নির্দিষ্ট সময়কে পূর্ণ কর এবং আল্লাহর মহানুভবতা প্রকাশ কর।" ঈদুল ফিতর কুরআন নাযিল শুরু হওয়ার বর্ষপূর্তি উৎসব আর ঈদুল আজহা শেষ হওয়ার বর্ষপূর্তি উৎসব (তথ্যসূত্র: রমজানের পয়গাম, খুররম মুরাদ)। ঈদের সাংস্কৃতিক প্রভাব অস্বীকারের উপায় নেই। কেননা, ঈদের আনন্দ-খুশির মাত্রা বা পরিমাণ যেটুকুই হোক প্রতিটি নাগরিককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঈদের উৎসবমুখরতায় শামিল হতে দেখা যায়। কেউ-ই নিজেকে এ-ই আনন্দ-খুশি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন না।

ঈদের নতুন জামাকাপড়-সুন্দর পায়জামা-পাঞ্জাবি, বাহারি টুপি আর হাল ফ্যাশনের যাবতীয় পোশাকে জমজমাট হয়ে ওঠে ঈদের বাজার। সামর্থ্য অনুযায়ী সবাই কেনেন, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনে উপহার দেন, দরিদ্রদের দান করেন। ঈদের জামায়াতে শরিক হন সর্বস্তরের মানুষ। সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নেতাকর্মী, আমলা, পেশাজীবি, ব্যবসায়ী ছোটবড় সবাই। পারস্পরিক কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে দৃশ্যায়িত হয় সাম্য, সৌহার্দ্য আর ভ্রাতৃত্বের মিলনমেলা। লক্ষণীয় ব্যাপার

হলো এ-ই যে, যাদেরকে কখনো মসজিদে নামাজে দেখা যায় না, তাদেরকেও ঈদের নামাজে চমৎকার পাঞ্জাবি-টুপিতে সামনের কাতারে শোভাবর্ধন করতে দেখা যায়। দেখা যায় পত্রপত্রিকা, ফেসবুক, টুইটারে বিবৃতি দিতে, জনগণকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। এমনকি ভিন্নধর্মানুসারীরাও ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে কার্পণ্য করেন না। ঈদের সাংস্কৃতিক গভীরতা ও প্রভাব এসব থেকে সহজেই অনুমিত হয়। বাহ্যত ঈদের এ সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব, প্রভাব, প্রথা ও ঐতিহ্য যেটুকুই দৃশ্যমান হোক, আমার আলোচ্যবিষয় মূলত এর স্বরূপ সম্পর্কিত চেতনার তত্ত্ব-উপলব্ধ। আসুন, ঈদের আনন্দের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটি অনুসন্ধান করা যাক।

প্রথমত, জিজ্ঞাস্য হতে পারে যে, দীর্ঘ একটি মাসের দিবসকালীন উপবাসের পরিসমাপ্তি আর ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের সময়সাপেক্ষ নিষিদ্ধ-ঘোষিত অধিকার ফিরে পাওয়াই কি এ আনন্দ-উৎসবের অন্তর্গত উৎস? বিষয়টির পূর্বপ্রেক্ষিত তথা ঘটনাবহুল মাহে রমজানের তিরিশ দিনের সিয়ামসাধনার প্রেক্ষাপট থেকে এটি অনুধাবন করা যাক। মাহে রমজানের সমাপ্তিতেই ঈদুল ফিতরের শুভ সূচনা। রমজানের কঠোর সিয়াম সাধনার কষ্টজনক ধাপগুলো অতিক্রান্ত হলেই ঈদের আনন্দের প্রাপ্তি। কষ্টজনক প্রাপ্তিই সর্বাধিক উপভোগ্য ও অর্থবহ।

এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য। সুতরাং এ-কে একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা অসংগত হবে না। তবে, এ থেকে এটি বলার অবকাশ নেই যে, 'ঈদ' নামক একটি উৎসবমুখর দিবস প্রাপ্তির জন্যেই 'রোজা' নামক কঠিন কর্মসূচি পালনের সুদীর্ঘ মহড়ার অবতারণা করা হয়।

মূলত ঈদ উৎসবের নিমিত্তে রোজার অবতারণা নয় বরং মাসব্যাপী রোজা পালনের সফল পরিণতিতে ঈদের আনন্দ উপভোগের প্রাপ্তি। সেজন্যেই রমজানের তাৎপর্য উপলব্ধি ছাড়া ঈদুল ফিতরের আনন্দের উৎস যথার্থভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। চান্দ্রমাস রমজানে রোজা পালনের যে উদ্দেশ্য আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো "তাকওয়ার গুণাবলি অর্জন"। তাকওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করার নীতি অবলম্বন। অর্থাৎ জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। অন্যথায় আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করা। এ-ই বিশ্বাসের সক্রিয় অনুভূতিশীল চেতনায় ব্যক্তিসত্তার ইন্দ্রিয়জাত প্রবৃত্তির ওপর আধ্যাত্মিক চেতনাকে বিজয়ী করে সৎ, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ। প্রশ্ন হলো, পুরস্কার ও শাস্তি কেন ও কীভাবে নৈতিকতা, সততা ও মানবিকতার মানদণ্ড হতে পারে? পারে। কারণ, মানুষ কেবলই নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সত্তা নয়; জীববৃত্তিক ইন্দ্রিয় চেতনাপ্রবণ সত্তাও। আর জীববৃত্তিক চেতনার নিবৃত্তি জীববৃত্তিকভাবেই করতে হবে। পুরস্কার ও শাস্তি জৈবিক চেতনার সংশ্লিষ্ট। সুতরাং পুরস্কারের প্রত্যাশা যেমন ভালো কাজে প্রেরণা জোগাবে, তেমনি শাস্তির ভীতি মন্দ কাজে নিবৃত্ত করবে। আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান; তাঁকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়--এ বিশ্বাস যদি চেতনার সক্রিয় স্তরে অবস্থান করে, তবে ব্যক্তিসত্তার পক্ষে কার্যত অনৈতিক ও অসৎ হওয়া অসম্ভব। তাকওয়ার তাৎপর্য এটিই। রোজার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষকে এ তাকওয়া অর্জনের প্রশিক্ষণ দেন। ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়জাত জৈবিক চাহিদার ওপর নৈতিক দাবিকে প্রভাবশালী করে মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ মানবিক সত্তায় পরিণত করতে চান এবং এদের মাধ্যমে সৎ, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণধর্মী সমাজ-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে চান। রোজা আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ। রোজা নামক প্রশিক্ষণের অর্জন হলো তাকওয়া। মানে, আল্লাহকে ভয় করে চলা। একমাসের প্রশিক্ষণলব্ধ অর্জন বা শিক্ষা দিয়ে বাকি এগারোটি মাস পরিচালিত হবে ব্যক্তিসত্তা। রোজার লক্ষ্যবস্তু এটিই। এজন্যেই রোজা প্রত্যাবর্তন করে। রোজা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্যে একটি কঠিন পরীক্ষা বটে। এটি স্পষ্টতই নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। যুদ্ধে জয়লাভ বা পরীক্ষা পাশে আনন্দ তো হবেই। দীর্ঘ একটি মাসব্যাপী আত্মজয়ের এ কঠিন পরীক্ষাপর্বের সফল পরিসমাপ্তিতে এজন্যেই এতো অন্তর-নিঃসৃত আনন্দের উচ্ছাস। রোজার পরিণতিতে আসে ঈদুল ফিতর। সেজন্যে বলা চলে প্রকৃত অর্থে ঈদের আনন্দ ও খুশি তো তারই, যে সত্যিকার অর্থে সিয়াম সাধনাকারী। অর্থাৎ রোজার তাৎপর্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ফরজিয়াতের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করে রোজা পালন করে। মোটকথা, মুসলিম ব্যক্তি রোজা পালন করে আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে। দীর্ঘ একটি মাস কঠোর অনুশাসনে একটি নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ইবাদত সম্পন্ন করার আত্মতৃপ্তির আনন্দ ঈদুল ফিতর (এক), আল্লাহর নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আনন্দ (দুই), আত্মশুদ্ধির অনুভূতিশীল পবিত্রতা অর্জনের আনন্দ (তিন), পাপ মোচনের আনন্দ (চার), আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ার আনন্দ (পাঁচ), নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার আনন্দ (ছয়) এবং সর্বোপরি, ভোগ-সম্ভোগের নিষেধাজ্ঞা উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ (সাত) ইত্যাদি উৎসগুলোই হচ্ছে ঈদুল ফিতরের আনন্দের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। এগুলোর সম্মিলিত চেতনার প্রতিফলনই দৃশ্যায়ন হয় ঈদুল ফিতরের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঈদুল ফিতর মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতির একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ।

গল্প

জল ছুঁয়েছে যে

মামুন জামিল

এসডিও আব্দুস সাত্তার তন্ময় হয়ে ইমাম সাহেবের খুতবা শুনছিলেন। কম বয়সি ইমাম। উঁচা লম্বা গড়ন, পরিষ্কার গায়ের রং, মুখে ছাপ দাঁড়ি। পরনে শাদা পাঞ্জাবীর উপর কালো শেরওয়ানী, সাদা পাজামা, মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ, চোখে চশমা। শেরওয়ানীর বুক পকেট থেকে পকেট ঘড়ির চেইন দেখা যাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন পোশাকে ব্যক্তিত্ব ও রুচির ছাপ স্পষ্ট। তাঁর ঝকঝকে সাদা দাঁত যেন বলে দিচ্ছে মুক্তাঝরা হাসি শুধুমাত্র এই ধরনের দাঁতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চমৎকার বাচনভঙ্গি আর বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্যতায় উপস্থিত মুসল্লিদের চোখে-মুখে একধরনের মুগ্ধতা! করেন, তবে রোজ কিয়ামতে খোদ নবী (সা.) সেই অমুসলিমের পক্ষে লড়বেন বলে হাদীসে এসেছে। উপস্থিত মুসল্লিরা বোধ করি এর আগে এই ধরনের কথা শোনেনি। তাদের মুখের অভিব্যক্তি সেটাই প্রমান দিচ্ছিল। মসজিদের নিয়মিত ইমাম যিনি তিনিও মুসল্লিদের সাথে সামনের কাতারে বসা, বোঝা গেল তিনি অতিথি ইমাম। এসডিও সাহেব ইনাকে আগে কোথাও দেখেছেন বলে মনে হলো না। এত প্রাঞ্জল, এত সুন্দর, এত বাস্তব কথাবার্তা এর আগে কোনো ইমামের কাছ থেকে শোনার ভাগ্য তার হয়নি! কে এই ইমাম? জানতে হবে। সাত্তার সাহেবের

প্রতিবেশীর হক আদায় বিষয় রাসুল (সা.)-এর এক হাদীস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, এর মাধ্যমে কীভাবে একটা এলাকা থেকে শুরু করে সমাজ ও দেশের উপকার হয়।এর মধ্যে একজন মুসল্লি প্রশ্ন করেন, প্রতিবেশী যদি হয় বিধর্মী তাহলে কী করণীয়? তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, অমুসলিমদের ক্ষেত্রে দায়িত্ব আরও বেশি, কেননা এরা হচ্ছে আমানত স্বরূপ। আমানতের খিয়ানত করা মহাপাপ, এইবার আপনারাই বিচার করে দেখুন মহাপাপ করবেন নাকি ঈমানদার মানুষের কাজ করবেন? কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমের প্রতি অন্যায় পাশে তার গাড়ির ড্রাইভার আজমত উল্লা। তিনি তাকে ইশারায় বলে দিলেন যে, নামাজ শেষে তিনি এই অতিথি ইমামের সাথে একটু কথা বলতে চান।দুই বছর হলো এসডিও সাহেব এই মহকুমা শহরে কর্মরত।এলাকার লোকজন ভালো। তারও কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে এখানটায়। তিনি কোনো জনপ্রতিনিধি নন, সরকারের চাকর মাত্র তার পরেও চেষ্টা থাকে মহকুমার প্রত্যেক মসজিদে অন্তত একদিন জুমার নামাজ আদায় করতে। এতে করে মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগ এবং এলাকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যা তার প্রশাসনিক কাজ

করতে সহজ হয়। আরেকটি কারণ সম্প্রতি যুগ হয়েছে সেটা হচ্ছে শহরস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন হেড মৌলানা আবশ্যক। তিনি পদাধিকার বলে এই স্কুলের সভাপতি, অনেক দায়িত্ব! দুইজন পন্ডিত আছেন অথচ একজন মৌলানা নেই! পাওয়া যাচ্ছে না তা না, এর আগে দুইবার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সবাই কেমন যেন! বেহেস্ত-দোযখের বর্ণনা, আর হারাম-হালাল বিষয় ছাড়া পৃথিবীতে চলতে হলে যে আরও অনেক বিষয় ইসলাম বলে দিয়েছে, ইসলাম যে মানবজাতির কল্যাণে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা সেই বিষয়ের ধারেকাছেও কেউ নেই ! একজন তো প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন নারী শিক্ষা হারাম!! তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো তাহলে আপনি কেন এই গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী? তখন তিনি আমতা আমতা করতে থাকলে এসডিও সাহেব নিজের রাগ সংযত করে কিছু কথা প্রার্থীকে শোনালেন, যা শুনে প্রার্থী তার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকালো যার মানে হলো এরকম মুরতাদ সে জীবনে প্রথম দেখেছে! মুন্সীবাজার জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষক মৌলানা আখলাকুর রহমানের স্ত্রী পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কিছুই খেতে পারেন না, বমি হয়ে যায়। সব কিছুতেই মাছের আঁশটে গন্ধ পা। তার খাবার একমাত্র জলপাইর টক আর দই। ডাক্তার বলে দিয়েছেন তার শরীরে আয়রন দরকার সেই সাথে ভালো ফলমূল খেতে হবে। ভাবলেন জুমার নামাজ পড়ে কিছু আয়রন জাতীয় টেবলেট এবং সামান্য কিছু ফলমুল কিনে বাসায় ফিরবেন। শহরের এই মসজিদের ইমাম সাহেব তাঁর পূর্বপরিচিত এবং মৌলানা সাহেবকে খুব মান্য করেন। তাকে ধরলেন আজকের জুমায় তিনি যেন দয়া করে খুতবা দেন। কিন্তু এই ধরনের ঝামেলায় পড়বেন বুঝতে পারেননি। এত বড় একজন ক্ষমতাবান মানুষ তার সাথে কী কথা বলতে চান? প্রচণ্ড ভয় নিয়ে তিনি এসডিও সাহেবের সামনে উপস্থিত হলে এসডিও সাহেব হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে নিজ পরিচয় দিতে গেলে মৌলানা সাহেব বলেন, আপনাকে না চিনলে সেটা হবে অমার্জনীয় অপরাধ! এসডিও সাহেব যখন তাঁকে আজকের দুপুরের খাবার তার বাংলোতে একসাথে খাওয়ার প্রস্তাব করেন তখন মৌলানা সাহেবের বিস্ময়ের মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছল! তিনি বিনয়ের সাথে শহরে আসার কারণ ও তার স্ত্রীর কথা বললে এসডিও সাহেব বললেন, আমি আপনার বেশি সময় নেবো না। আমার ড্রাইভার আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। যাবার পথে জিনিসগুলো কিনে নেবেন। মৌলানা সাহেব বললেন, না না তার প্রয়োজন হবে না আমি নিজেই যেতে পারব একটু দেরি হবে এই আর কি। গ্রামের নিজ জমিসংক্রান্ত কাজে তিনি এর আগে কয়েকবার কোর্টের রেজিস্ট্রি অফিসে এসেছেন। তখন তিনি দূর থেকে এসডিও সাহেবের বাংলো দেখেছেন। সুন্দর ছিমছাম সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা প্রাসাদের মত! সেখানে থাকেন শহরের সবচাইতে ক্ষমতাবান মানুষ। না জানি তাদের জীবন যাপন কেমন! আজ সেই প্রাসাদের খাবার ঘরে এসডিও সাহেবের সাথে তিনি খেতে বসে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এখনও পৃথিবীতে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, এই ঘটনাও তার একটা! এসডিও সাহেব নিজ হাতে পরম সৌজন্যতায় মৌলানা সাহেবের প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছেন আর বারবার খাবারের দুর্বল আয়োজনের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছিলেন। মেনু একেবারেই সাধারণ ! বেগুন ভর্তা, করল্লা ভাজি, পুঁটিমাছের ঝোল, মলা মাছ দিয়ে জলপাইর টক আর ডাল। মৌলানা সাহেবের ধারণা ছিল এরা সবসময় কোর্মা পোলাও, মাছ-মাংস এই জাতীয় খাবার খেয়ে অভ্যস্ত কিন্তু এই খাবার এবং সেই সাথে এসডিও সাহেবের ক্ষমা চাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল একজন হতদরিদ্র মানুষের ঘরে তিনি খেতে বসেছেন। কিন্তু স্বাদের কাছে এই খাবার অন্যান্য সব খাবারকে ছাড়িয়ে গেছে! একেবারে তাঁর মায়ের হাতের রান্নার মতো, বিশেষ করে পুঁটিমাছের ঝোল অনেক দিন পর যেন সেই স্বাদ পেলেন। এসডিও সাহেবের একছেলে এক মেয়ে। দুজনই ঢাকায় থেকে লেখাপড়া করছে। বড় ছেলে এইবার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করবে আর মেয়ে ডাক্তারি পাস করে বের হতে আর একবছর অপেক্ষা করতে হবে তার পর তিনি নিশ্চিন্তে অবসরে যেতে পারবেন। অবসরে তিনি তাঁর নিজ এলাকা চাঁদপুরের শাহারাস্তিতে চলে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দুই সন্তানের লেখাপড়ার খরচ আর নিজ সংসার, সামাজিক সৌজন্যতার ভারসাম্য রক্ষা করতে তাকে কি পরিমাণ হিমশিম খেতে হচ্ছে সেই কথাই বারবার বলছিলেন। মৌলানা সাহেবের মনে হলো এতক্ষণ তিনি একজন হতদরিদ্র পিতার জীবন যুদ্ধের কথাই শুনছেন। বাহির থেকে যা ধারণা করা যায় তা যে কত বড় ভুল এসডিও সাহেব তার প্রমাণ। কাছাকাছি না আসলে কোনোদিনই তিনি তা জানতে পারতেন না। তবে তিনি যে একজন অত্যন্ত সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ প্রশাসক সেটা পুরো মহকুমার মানুষ জানে। সবসময় সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকার প্রবণতা তাকে অনেকটা সাধুর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মৌলানা সাহেব এই নিখাদ মনের ভালো মানুষটির জন্য খাবার শেষে দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। এসডিও সাহেব, তার ড্রাইভার এবং স্ত্রীও দোয়ায় শরিক হলেন। খাওয়া শেষে তাকে দই খেতে দিয়ে বললেন, আপনার ভাবীর হাতে বানানো, খেলে খুশি হবো। একসময় এসডিও সাহেব কথাটা তোলেন। বলেন, মৌলানা সাহেব আমার গার্লস স্কুলে একজন ইসলামিয়াতের শিক্ষক দরকার। আমি অনেক দিন যাবত খুঁজছি, পাচ্ছি না আজ আপনাকে দেখে মনে হলো আমি যোগ্য শিক্ষক পেয়ে গেছি। আপনাকেই আমার দরকার! মৌলানা সাহেব বড় রকমের ধাক্কা খেলেন। তিনি বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ! আমি তো একটা স্কুলে আছি। তাছাড়া সেই স্কুলটা অনেক কষ্টে গড়া আর আমি মেয়েদের স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারব না, আমাকে ক্ষমা করবেন জনাব।'

'আপনি কি সারা জীবন ওখানেই থাকবেন?' এসডিও সাহেব প্রশ্ন করে বলেন- 'আর মেয়েদের স্কুল তো কী হয়েছে, এখানে আপনি শিক্ষক আর সবাই শিক্ষার্থী।'

'আপনার কথা ঠিক কিন্তু আমার স্কুলের সবাই... ' বলে মৌলানা সাহেব আমতা আমতা করলে এসডিও সাহেব বলেন, আমি একদিন যাবো আপনার স্কুলে, ওসব নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান। মৌলানা সাহেবকে ড্রাইভার আজমত উল্লা তার বাসায় নামিয়ে দেওয়ার সময় একটা টিফিন ক্যারিয়ারের দুটো বাটি হাতে দিয়ে বললো এসডিও সাহেবের স্ত্রী আপনার স্ত্রীর জন্য দিয়েছেন। ঘরে নিয়ে দেখেন জলপাইর টক আর দই। জলপাইর টক আর দই বিষয়টা এসডিও সাহেব সম্ভবত তার স্ত্রীকে বলেছেন। ঐদিন তাদের বাসায়ই বা এটার ব্যবস্থা কী করে হলো? ঘটনাটা তার কাছে কেমন রহস্যের মতো মনে হলো! এসডিও সাহেবের অমায়িক

ব্যবহার আর অকৃত্রিম ভালেবাসায় তিনি কেমন যেন আটকা পড়ে যাচ্ছেন। শরীরচর্চার শিক্ষক কেরামত আলীর দক্ষ পরিচালনায় মুন্সিবাজার জুনিয়র হাই স্কুলে প্রতিদিন এসেম্বলি হয় এবং প্রায় বিশ মিনিট সবাইকে পিটি করতে হয়। সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা। সব শিক্ষার্থীর একে একে হাতের নখ ,দাঁত এবং চুল পরীক্ষা করা হয়। কারও হাতের নখ লম্বা কিংবা অপরিষ্কার দাঁত হলে ঐদিনই এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। চুল লম্বা পাওয়া গেলে চুলের একটা গোছা কেঁচি দিয়ে কেটে দেওয়া হয়, যাতে বাধ্য হয়ে চুল কাটতে হয়। এসব কাজ খুব আগ্রহের সাথে করে স্কুলের দারোয়ান হরিপদ শীল। নখ কাটার "নরইন" দাঁতের মাজন, কেঁচি এসবই তার একটা বাক্সে থাকে। বৃহস্পতিবার তার আনন্দের দিন! আজ বৃহস্পতিবার। জাতীয় সংগীত মাত্র শেষ হলো এখন দাঁত, নখ ও চুল পরীক্ষা করা হবে ঠিক তখনই এসডিও সাহেবের গাড়ি স্কুলের সামনে এসে থামলে মুহূর্তের মধ্যে সব কর্মকাণ্ড স্থগিত হয়ে যায়। শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় সবার মধ্যে একধরনের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেলেও সেই প্রাণচাঞ্চল্য বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকল না, যখন এসডিও সাহেব প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে সবার উদ্দেশে কিছু বলছিলেন। সবই তাদের স্কুলের সামগ্রিক উন্নতির তথা ভালো ফলাফল এইসব কিন্তু যখন তাদের মৌলানা স্যারকে শহরের গার্লস স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে চাচ্ছিলেন তখন চারিদিকে মৃদু গুঞ্জন শুরু হলে, শরীরচর্চা শিক্ষক সবাইকে শান্ত করেন। এসডিও সাহেব একসময় বোঝাতে সক্ষম হন যে মৌলানা সাহেব যদি শহরের স্কুলে যান তাহলে ভবিষ্যতে তাদেরও লাভ। তিনি জোড় হাতে পুরো সমাবেশে তাঁর জন্য অনুরোধ করেন। মৌলানা সাহেব রাতে ঠিক মতো ঘুমাতে পারছিলেন না বারবার এপাশ-ওপাশ করলে তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে? কেমন যেন ছটফট করছেন, কী হয়েছে? তখন মৌলানা সাহেব সব খুলে বলেন। শুনে তার স্ত্রী বলেন, এবতাদায়ী পাশ করার পর আপনার বাবা আপনাকে আর পড়ার দরকার নেই জমিজিরাত দেখাশোনার কথা বললে আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে পড়ালেখা করলেন। কওমি এবং আলিয়া মাদ্রাসার দুই জায়গা থেকে টাইটেল পাস করলেন। আধুনিক জগতের সাথে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কলেজ পাস দিলেন, শিক্ষকতার ট্রেনিং নিলেন এত সব করার পর কি আপনি সারা জীবন এই গ্রামের স্কুলে পড়ে থাকবেন? যখন চাকরি করতে চাইলেন তখনও আপনাকে বাধা দেওয়া হলো, আপনি কিন্তু ঠিকই চাকরি করছেন এবং আপনার পড়ালেখা কাজে লাগাচ্ছেন। আমার মনে হয় আল্লাহতায়ালা আপনাকে সুযোগ করে দিচ্ছেন আপনি এই সুযোগ কাজে লাগান। এত বড় একটা স্কুলে শিক্ষকতার ভাগ্য কি সবার হয়? বুঝতে পারছি এই স্কুল আপনি এবং আপনার ছাত্ররা অনেক কষ্ট করে জুনিয়র পর্যন্ত উন্নীত করেছেন। আর মেয়েদের স্কুল তো কী হয়েছে? আপনি একজন শিক্ষক!! মৌলানা সাহেবের স্ত্রী পঞ্চম শ্রেণি পাস একজন মহিলা। প্রায় সময় কোন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে তিনি তাঁর কাছে পরামর্শ চান দেখা যায় বেশির ভাগ সমস্যার সুন্দর সমাধান তার স্ত্রী তাকে দেন। এই বিষয়টা তার ভালো লাগে। দুজনের বোঝাপড়ায়ই তো জীবন। তার স্ত্রীর পরামর্শে মনে হলো ঘাড় থেকে ভারী কিছু নামলো। তিনি নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুলেন।

১৯৬৬ ইংরেজির অক্টোবর মাসের শেষ শুক্রবারে ছয় মাস বয়সী প্রথম সন্তান আলমগীরকে নিয়ে মৌলানা সাহেবের পরিবার শহরের গার্লস স্কুলের কোয়ার্টারে এসে উঠলেন। এই কোয়ার্টারের ব্যবস্থা এসডিও সাত্তার সাহেবেই করে দিয়েছেন। পাশেই হেডমিস্ট্রেস এবং এসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসের কোয়ার্টার, তার পেছনে ছোট্ট একটা ঘরে থাকে স্কুলের দারোয়ান সাকির উল্লাহ তার পরিবার নিয়ে। নতুন জায়গা মৌলানা সাহেবের স্ত্রীর ভালো লেগে গেল। ভালো লাগার কারণ হলো কোয়ার্টারের পেছনেই ছোট্ট একটা পুকুর। গাছের গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাট। পুকুরে প্রচুর ছোট মাছ কিলবিল করছে। বিকেল বেলা বড়শি দিয়ে মাছ ধরেন। পুকুরের পাড়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে জামগাছ এবং আমড়া গাছ। প্রচুর ফল আসে। এর মধ্যে তার

কিছু সংগীসাথীও জুটেছে। এরা স্কুলের হোস্টেলে থাকা ছাত্রী। এই স্কুলের হোস্টেল নতুন চালু হয়েছে। ২৫ জন ছাত্রী থাকে। সবাই অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। মেয়েরা পড়ালেখা বেশিদূর করতে পারে না। এরা ম্যাট্রিক পর্যন্ত চলে এসেছে। অনেকের এর আগেই বিয়ে হয়ে যায়। মৌলানা সাহেবকে হোস্টেল সুপারের দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে। ছাত্রীরা এখন মৌলানা সাহেবের স্ত্রীর বান্ধবীর মতো হয়ে গেছে। সেদিন স্কুল শেষে বাসায় এসে দেখেন তার স্ত্রী সবার সাথে আঙ্গিনায় এক্কা-দোক্কা খেলছেন। একজন আলমগীরকে কোলে নিয়ে বসে আছে।কয়েকজন জাম্বুরার ভর্তা বানাচ্ছে। স্ত্রীর মধ্যে একধরনের কিশোরী বালিকার চপলতা। তার খুব ভাল লাগলো, মনে হলো এখানে এসে ভালোই হলো। আগের জায়গায় তার স্ত্রী খুব নিঃসঙ্গ ছিলেন। আশেপাশে কেউ ছিল না। চারদিকে ধানক্ষেত তার মাঝখানে স্কুল। পাশেই ছোট্ট অনেকটা খুপরির মতো দেখতে একটা ঘরে তারা থাকতেন। গ্রামাঞ্চল সন্ধ্যা হলেই কবরের নীরবতা জেঁকে বসত, তার স্ত্রী তখন খুব ভয় পেতেন। স্ত্রীর আনন্দময় জীবন শুরু হলেও মৌলানা সাহেবের জড়তা মোটেই কাটছিল না। মাথা নিচু করে ক্লাস নেন। কথাবার্তা খুবই কম বলেন। এ নিয়ে বড় পন্ডিত শ্যামাবাবু হাসিঠাট্টা করেন, হে মৌলানা একটু আশপাশ দেখুন, দেখুন আজকের কী ঝলমলে দিন, চলেন একটু মাঠে চক্কর দিয়ে আসি! মৌলানা সাহেব বুঝতে পারেন শ্যামাবাবু ঠাট্টা করছেন। এখানে আসার পর সবচাইতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে শ্যামাবাবুর সাথে। প্রায়দিন সকালে শ্যামাবাবু বাসায় এসে তার সাথে চা-নাস্তা করে তার পর দুজনে হেঁটে শহরের পশ্চিমবাজারে বাজার করতে যান। বিকেল বেলা একসাথে হাঁটতে বের হন। মাগরিবের নামাজের সময় শ্যামাবাবু চৌমুহনা মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে মৌলানার জন্য অপেক্ষা করেন, নামাজ শেষে "ম্যানেজার স্টলে" বসে দুজন মিলে এককাপ চা শেয়ার করে খান। দৃশ্যটা অনেকের কাছে কেমন বেমানান লাগে! একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত আজানুলম্বিত পোশাকে মৌলানা আরেকজন পাঞ্জাবি ধুতি পরা পণ্ডিত, এ যেন দুই মেরুর দুই অভিযাত্রীর সহাবস্থান! মৌলানা সাহেবের জড়তা থাকলেও বিষয়ভিত্তিক পাঠপাঠদানের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় সেই সাথে স্কুলের স্টাফের কাছেও একজন প্রিয়ভাজন হিসেবে ইতোমধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রধান শিক্ষিকা স্কুলের কাজে শিক্ষাবোর্ডে তথা চিটাগং পাঠিয়েছিলেন কয়েকবার, দেখা গেল যে কাজ অন্যরা করতে লাগে এক সপ্তাহ সেখানে তিনি তিন দিনেই করে চলে আসেন। অন্যরা যখন যাতায়াত বাবদ বিরাট 'ভাউচার' জমা দিত সেখানে তিনি তার অর্ধেকও দেন না। সম্ভবত এ কারণেই হেডমিস্ট্রেস সিরিয়া খাতুন তাঁকে একটা বড় দায়িত্ব দিলে মৌলানা সাহেব যেন মহাবিপদে পড়লেন। আর কিছুদিন পর ম্যাট্রিক টেস্ট পরীক্ষা শেষ হবে। হোস্টেলের ছাত্রীরা স্কুল থেকে বিদায় নেবে। সব ছাত্রীরা নাকি তাকে ধরেছে পরীক্ষার পরে পিকনিক করার জন্য। এরা স্কুল শেষ করে কে কোথায় থাকবে ঠিক নেই। জীবনে কেউ কারও সাথে হয়ত দেখা নাও হতে পারে, বেশির ভাগের বিয়ে হয়ে যায়। তাই তারা বিদায়ের আগে স্মৃতিটা ধরে রাখতে চায়। এটাকে বিপদ ভাবার কারণ হলো মেয়েদের নিয়ে এত বড় একটা আয়োজন কীভাবে সম্ভব! মৌলানা সাহেবের এই বিপদে ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে এলো স্কুলের অত্যন্ত করিৎকর্মা লোক দারোয়ান সাকির উল্লাহ সবার প্রিয় সাকিরভাই। সে মৌলানা সাহেবকে আশ্বস্ত করে বলল, স্যার আপনি কোনো চিন্তা করবেন না সব আমি করব, আপনি শুধু পাশে থাকবেন। আমাকে শুধু নির্দেশনা দিবেন। তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সাকির উল্লাহর কল্পনাতীত ব্যবস্থাপনায় তারা পিকনিকের জন্য মাধবকুণ্ডের উদ্দেশে ছুটির দিন এক রোববার ভোরে রওয়ানা হলেন। মৌলানাসহ তিনজন পুরুষ শিক্ষক তার মধ্যে দুজনই পণ্ডিতের কেউ গেলেন না, তাদের দলে থাকলেন প্রধান শিক্ষিকা, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা, মৌলানা সাহেব, তিনজন শিক্ষিকা, দুইজন আয়া, সাকির উল্লাহ আর ১৫জন ছাত্রী। এখনকার মতো কোনো কিছুই সহজলভ্য ছিল না। রাস্তাঘাট খারাপ। সাথে করে সব নিয়ে যেতে হয়। স্পটে গিয়ে সব করতে হব। খাসী জবাই করা, মাংস রেডি করা, চুলা রান্নাবান্না, মসলা সব। বাসে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। স্পটে গিয়ে মৌলানা সাহেব সবাইকে বললেন আশেপাশে ঘুরতে বেশি দূরে না যেতে। গত কদিন বৃষ্টি হওয়াতে জলপ্রপাতের গতি খুব বেশি। সবাইকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হলো। খাওয়াদাওয়া শেষে সবাই একসাথে যাওয়া যাবে। শিশির স্টুডিওর বাবুকে তাদের ফটো তোলার জন্য ভাড়া করা হয়েছে। এই স্মৃতি ধরে রাখা দরকার। আগামী স্কুল ম্যাগাজিনে সেটা যাবে। তিনি রান্নাবান্নার তদারকি করতে লেগে গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মাথায় হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সবাই অকুস্থলে গিয়ে দেখেন যে তাদেরই এক ছাত্রী জলপ্রপাতের ঠিক নিচে ঘূর্ণিতে পড়ে গেছে, সে নাকি পাথরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিল। পাথরটা খুব পিচ্ছিল ছিল। মেয়েটির নাম সুলতানা খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে শুধু চিৎকার আর আর্তনাদ করছিল মেয়েটি চোখের সামনে ডুবে মারা যাবে কারও সাহস নেই ঝাঁপ দিয়ে

টেনে তোলার এবং এটা অসম্ভব ! মৌলানা সাহেব স্থির থাকতে পারছিলেন না, ঐতো মেয়েটির হাত দেখা যাচ্ছে আর কিছুক্ষণ পর ডুবে যাবে। তিনি বড় হয়েছেন বলতে গেলে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে প্রকৃতির সাথে হেসেখেলে স্বাচ্ছন্দে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো অভিজ্ঞতাও তার জীবনে আছে। একবার মায়ের অসুখের খবর পেয়ে বাড়িতে আসতে তার অনেক রাত হয়ে যায়। নদী পার হয়ে আরও আড়াই মাইল হাঁটাপথ। ঘাটে এসে দেখেন কোনো নৌকা নেই! এত রাতে থাকারও কথা না। ঘোর বর্ষা নদীতে পানি থৈথৈ করছে। তিনি

তার বেগ একহাতে ধরে অন্যহাতে সাঁতরে নদী পার হয়েছেন। সেই মানুষের সামনে মেয়েটি ডুবে মারা যাবে? যার সামনে পুরো ভবিষ্যৎ এখনো পড়ে আছে! না না ওকে যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে। তিনি গায়ের পাঞ্জাবি খুলে দূরে ফেলে দিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতেই সবাই আর্তনাদ করে ওঠে, মেয়েটির সাথে তাদের স্যারও....।! প্রথমে দুজনের হাত দেখা গেলেও কিছুক্ষণ পর প্রবল ঘূর্ণিতে দুটো দেহ অদৃশ্য হয়ে যায়। সবার মধ্যে আহাজারি শুরু হয়। হঠাৎ করে দেখা গেল মৌলানা সাহেব এক হাতে মেয়েটিকে শূন্যে তুলে সাঁতরে পাড়ের দিকে আসার মরণপণ চেষ্টা করছেন ! সাকির উল্লাহ হাঁটুপানিতে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়ায়। মৌলানা সাহেব সাকির উল্লাহকে বলেন, ওর পেট থেকে পানি বের করার ব্যবস্থা করও বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন! যখন তাঁর জ্ঞান ফেরে তখন দেখেন তাকে ঘিরে সবাই। ছাত্রীরা তার হাত এবং পায়ের তলা ঘসে গরম করার চেষ্টা করছে, অনেকে কান্নাকাটি করছে। তিনি লাফ দিয়ে উঠে লজ্জায় জড়সড় হয়ে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, বারবার বলতে থাকলেন আমি ঠিক আছি! আমি ঠিক আছি!।সুলতানার কথা জিজ্ঞেস করে জানলেন ও ভালো আছে সুস্থ আছে। তিনি সবাইকে নিয়ে মোনাজাত করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন। সবার উদ্দেশে বলেন, এই ঘটনা মনে পুষে রেখে কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই। তোমাদের আনন্দের কোনো কমতি যেন না হয়। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা এইসব নিয়েই তো জীবন। খাওয়াদাওয়া করে আমরা সবাই একসাথে এলাকা ঘুরে দেখব। সুলতানা পুরোটা সময় আড়ালেই থাকল মৌলানা সাহেবের সামনে একবারও পড়ল না !! এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর একদিন সকালে একজন ভদ্রলোক মৌলানা সাহেবের কাছে দেখা করতে এলেন। সুটটাই পরা ভদ্রলোককে দেখেই বোঝা যায় ইনি দেশে থাকেন না। ভদ্রলোকের নাম আব্দুন নুর, লন্ডনে থাকেন, বাড়ি শহর থেকে প্রায় মাইলখানেক দূর "ঢেউ-পাশা" নামক গ্রামে; সবাই তাকে "নুরমিয়া লন্ডনী" বলে জানে। তিনি মৌলানা সাহেবের সাথে করমর্দন করে কোলাকুলি অবস্থায় অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকলেন। তারপর বললেন, "আমি আপনার ছাত্রী সুলতানার বাবা। আমার এই একটা মাত্র মেয়ে খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। আমি তার হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আপনি আমার মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছেন।"

"ছি ছি এসব কী বলছেন। জীবন দেওয়ার মালিক আল্লাহ, আমি উসিলা মাত্র।" মৌলানা সাহেব ভদ্রলোকের দুহাত ধরে বলেন।

"ঐদিন আপনি না থাকলে কেউ পানিতে নামার সাহস করত না। আমি দেশে এসেছি মেট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত থাকব, তারপর মেয়েকে নিয়ে লন্ডন চলে যাব। তার মা আসতে পারেন নাই। রুটিরোজগারের ধান্দায় সেই এক যুগ আগে দেশ ছাড়ি, কিন্তু মন পড়ে থাকে দেশে। আমি চাই না আমার মেয়েটা ফিরিঙ্গিদের মতো বড় হউক, তাই তাকে তার দাদা-দাদির তত্ত্বাবধানে এখানে থেকেই লেখাপড়া করছে অন্ততঃ তার শেকড়ের সাথে পরিচয় থাকবে। আপনি হয়ত জানেন না এই মেয়ে প্রতিটি চিঠিতে আপনার কথা আর ভাবীসাহেবের কথা লিখত আর আমরাও আশ্বস্ত হতাম যে সে তার বাবা-মায়ের অভাব আপনাদের মাধ্যমে ভুলে থাকতে পারছে ! আপনার যদি কোনো উপকার করতে পারি সেটা হবে আমার জন্য বড় সৌভাগ্য !"

"আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি কোনো প্রতিদান চাই না।" মৌলানা সাহেব বলেন।

"ছি ছি আমি প্রতিদানের কথা বলছি না, আমার জীবন দিলেও এটার শোধ হবে না!" নুরমিয়া বলেন। কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে আবার বলেন, "তাহলে না হয় আপনি আমার আরেকটি উপকার করেন!" বলে হাসতে থাকেন।

"আমি নাদান মানুষ আমার কি আর সে সাধ্য আছে? তারপরও বলেন শুনি কী উপকার চান সাধ্যমতো করার চেষ্টা করব," মৌলানা সাহেব বলেন।

"আপনি কি শহরে বাসা করার কোনো চিন্তাভাবনা করছেন?" নুরমিয়া জিজ্ঞেস করেন।

"আপনি হাসালেন, মাস্টারি করে যা পাই তা দিয়ে কোনোক্রমে চলে যায় সঞ্চয় নাই, আর শহরে কোনো কিছু করার চিন্তা আপাতত নাই। গ্রামের বাড়িতে আল্লার রহমতে কিছু জমিজিরাত আছে।" মৌলানা সাহেব বলেন।

"দেখুন গ্রাম ছেড়ে যখন শহরে এসেছেন দেখবেন একসময় ইচ্ছে হবে, নুরমিয়া বলেন। "তা ঠিক, কিন্তু আপনি এসব জেনে কী করবেন?" মৌলানা সাহেব প্রশ্ন করেন।

"শহরের সৈয়ারপুর এলাকার ফরেষ্ট অফিসের কাছে আমার একটুকরো বাসার জমি পড়ে আছে। মনে হয় না কোনোদিন কিছু করতে পারব, তাই ভাবছিলাম বিক্রি করে দেই।"
'ক্রেতা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ' মৌলানা সাহেব বললে নুরমিয়া বলেন, "আমি চাই আপনি এই জমিটা কিনেন! এই সান্ত্বনা যে একজন ভালো মানুষের কাছে আমার জায়গাটা বিক্রি করেছি। আপনি সময় নেন, আমি না হয় আবার আসবো।"
মৌলানা সাহেব চিন্তায় পড়ে গেলেন, গ্রামের ধানি জমি যদি বিক্রি করে কিছু টাকা আনা যেত! বড়ভাই বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন কি? তিনি নুরমিয়ার কাছে জানতে চাইলেন জায়গাটা কত হলে বিক্রি করবেন? এর বাজার দর পাঁচ হাজার টাকা, আপনি কিনলে আমার বিবেচনা ভিন্ন, নুরমিয়া বলেন। এতো টাকা! আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার পক্ষে সম্ভব না। "দেখেন না গ্রামের জমি বিক্রি করতে যদি পারেন। আমার মনে হয় ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে; নুরমিয়া মৌলানা সাহেবকে হচ্ছিলেন না, তার একই কথা- এত টাকা আমার দ্বারা পরিশোধ করা অসম্ভব ! অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে শেষে তিনি রাজি হলেন তবে জমিটা তার স্ত্রীর নামে রেজিষ্ট্রি করলেন। নুরমিয়া তাকে ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার দিয়ে বললেন, যতদিনে পারেন টাকা পরিশোধ করবেন। মৌলানা সাহেব যেন মহাসমুদ্রে পড়লেন, কোন কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন সকালে তিনটা আর সন্ধ্যার পরে চারটা টিউশনি করে চেষ্টা করবেন মাসে অন্তত তিনশত টাকা নুরমিয়ার একাউন্টে জমা দেবেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে ১০ মাসে পুরো টাকা পরিশোধ করে সেই প্রায় অসম্ভব কাজ সম্ভব হলো জায়গাটা জঙ্গলা। শহরের ভেতর একটা ছোটখাটো গ্রামের মতো। নাম সৈয়ারপুর। পাশেই ফরেষ্ট অফিস। পুরোটাই হিন্দুপাড়া। "কুমার পাড়া" নামেই বেশি পরিচিত। বেশির ভাগই পেশায় কুমার। মাঠির হাঁড়িপাতিল বানিয়ে তা বাজারে বিক্রি করা ! বাপদাদার পেশা এখনো বংশানুক্রমে চলছে। তিনি খুব

বুঝাতে চেষ্টা করেন। গ্রামের বাড়িতে এবিষয়ে বড়ভাই বাবার সামনে গেলে তারা প্রচুর কথা শুনালেন, প্রত্যুত্তরে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না "তুমি শহইরা হবা, দ্বীনি শিক্ষা করে মাইয়াগো স্কুলে মাস্টারি ধরছো, তোমার ইমান আমল তো জলে গেছে, এখন আসছো জমির বারোটা বাজাতে, তাও যদি ভালো যায়গা অইত কথা ছিল, হিন্দুপাড়ার একটা জংগল দেখতে! সারাদিন ঢুল-করতাল আর উলুধ্বনি হুইনা তোমার সময় কাটবো,বাহ!! তোমার যা ইচ্ছা করো আমরা এর মাঝে নাই!!" মৌলানা সাহেব প্রচণ্ড মন খারাপ করে আসলেন, মনে মনে বললেন এসব নিয়ে ঘাটানো ঠিক হয়নি। একদিন স্কুল থেকে প্রায় জোর করে নুর মিয়া মৌলানা সাহেবকে নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তিন হাজার টাকায় জায়গা মৌলানা সাহেবের নামে রেজিষ্ট্রি করে দিতে গেলে মৌলানা সাহেব মোটেই রাজি দ্রুত কিছু কাজ করে বাসার জায়গাটাকে একেবারে সুন্দর করে ফেললেন। তার মধ্যে সবচাইতে প্রয়োজনীয় যেটা সেটা হলো একটা টিউবওয়েল বসিয়ে পানির সমস্যা দূর করলেন, একটা স্যানিটারি ল্যাট্রিন বানালেন। একটা কুঁড়েঘরের মতো বানিয়ে সেখানে এক ছিন্নমূল পরিবারকে থাকতে দিলেন। পরিবারটির পুরুষ ঠেলাগাড়ি চালায় মহিলা বাসা-বাড়ির কাজ করে, তাদের দুই মেয়ে সায়দা আর খুশী। এরা নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়ে বাঁচার আশায় এই প্রবাসী অধ্যুষিত শহরে এসেছে। তারা যখন এই অপ্রত্যাশিত আশ্রয় পায় তখন এমনভাবে কান্না করে আল্লাহর কাছে দুহাত তুলে মৌলানা সাহেবের জন্য দোয়া করল, তখন মৌলানা সাহেবের চোখেও পানি এসে গেল। তিনি তাদেরকে বলে দিলেন, যতদিন ইচ্ছা তোমরা থাকবে দরকার হলে সারা জীবন ! সায়দার মা বিরাট ঝামেলায় আছে। প্রতিদিন

বিকেল হলেই হিন্দুবাড়ির সব মহিলারা নাকি পাড়া ভেংগে আসে টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে, তার মেয়ে সায়দা নাকি কার কলসি ছোঁয়াতে সাথে সাথে কলসী ভেংগে পানি ফেলে চলে যায়। মুসলমানে ছুঁইলে নাকি জাত যায়, তার প্রশ্ন "মুসলমানের কলের পানি খাইতে পারো আর ছুঁইলে জাত যায় এইডা কোন হিসাব?" মৌলানা সাহেব শুনে হেসে বললেন তোমার মেয়েকে সাবধান করে দিও। কিছুদিনের মধ্যে তিনি বাঁশের বেড়া আর অর্থাভাবে অর্ধেক টিন অর্ধেক শনের চালা দিয়ে কোনক্রমে থাকার উপযোগী একটা ঘর তুলে পরিবারসহ নিজ বাসায় ওঠেন। বাসাটাকে দেখলে এখন ছোটখাটো একটা বাগানবাড়ির মতো মনে হয়। ইতোমধ্যে প্রচুর গাছপালা হয়েছে। সকাল বেলা মৌলানা সাহেব বারান্দায় কোরান তেলাওয়াত করে বেশ আরাম বোধ করেন। প্রায়দিন দেখা যায় কয়েকজন হিন্দু মহিলা গ্লাসে করে কলের পানি নিয়ে বসে আছে মৌলানা সাহেবের কাছ থেকে পড়াপানি নেবে বলে। তিনি সবাইকে বলে দিলেন যে আমি পীর দরবেশ না ! আর আমি তো আমার ধর্মের দোয়া দরুদ পড়ে 'ফুঁ' দেই যা তোমাদের ধর্মের সাথে যায় না, তাছাড়া আমাদের ধর্মও ঝাড় ফুঁক সমর্থন করে না। ওরা বলে তার পরেও আপনি কিছু না পড়ে শুধু 'ফুঁ' দিলেই কাজ হবে বলে বেশ কয়েকজনের আরোগ্যলাভ করার প্রমাণ তারা উপস্থাপন করে। মৌলানা সাহেবকে 'স্যার', 'মৌলানা সাব' কিংবা 'হুজুর' কিছুই না ডেকে সবাই ডাকে "ভাইসাহেব"। আড়ালে সবাই নাকি তাকে "জলদেবতা" মানে। মৌলানা সাহেবের কানে এই বিষয়টা আসলে তিনি কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন, মনে মনে তওবা করেন, সবাইকে বলে দেন যে, আমাকে তোমরা পাপী বানাবে না আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ আমার ধর্ম এগুলো সমর্থন করে না। চার চারবারের অপরাজিত পৌরকমিশনার প্রদীপ কুমার পাল ইদানীং লক্ষ্য করেছেন তার কল থেকে জল নিতে তেমন কেউ আসে না। কোথাকার কোন মোল্লার বাসার কলের জল নাকি স্বাদু। সারাজীবন তার কলের জলে সবাই চলল এখন চলে না। সবাই নাকি সেই মোল্লারে দেবতা মানে ! তার কাছ থেকে জলপড়া নেয়। জাতধর্ম কি আছে ? এদের ঘাড়ে মামদো ভূত এসে বসেছে। এটা নামানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আরেকটি বিষয় তার কানে এসেছে। সেটা হলো আহাদ উকিল মৌলানার এক ছাত্রীর স্বামী সে এইবার এই ওয়ার্ড থেকে কমিশনারীতে দাঁড়িয়েছে আর এই মোল্লা নাকি তার হয়ে কাজ করছে। যা করার খুব দ্রুত করতে হবে। মোল্লার কথা কেউ ফেলবে না এই বিষয়টা তার নির্বাচনে জেতার ক্ষেত্রে বেকায়দায় ফেলতে পারে। সৈয়ারপুর এলাকায় দুটো ঘটনা সবাইকে ভাবিয়ে তুলল। ১. প্রদীপ কমিশনারের বাড়ির সামনে সবচাইতে বড় আখড়ায় কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ২. শ্মশান ঘাটের কালীমূর্তি একেবারে ভেংগে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই এলাকায় এই ধরনের ঘটনা এর আগে কোনোদিন ঘটে নাই। ঘটনার পেছনে নিশ্চয় এই মোল্লার হাত আছে বলে পুরো এলাকায় গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো। এমনকি লোকাল এক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরেও তার ইঙ্গিত দেওয়া হলো। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই সুন্দর পরিবেশে বিষবাস্প ছড়িয়ে দেওয়ার মূল হোতা হিসেবে মৌলানা সাহেবকে মেনে নিতে কষ্ট হলেও প্রদীপবাবু শতভাগ নিশ্চিত বলে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে!! ধর্মশালায় আগুন দেয় এত বড় কাজ কে করতে পারে? মৌলানা সাহেব এই ঘটনার পর থেকে বিমর্ষ, বিব্রত প্রচণ্ড রকমের মনোকষ্টে ভুগছিলেন। এক সকালে হরিচরণের স্ত্রী তার ছেলের জন্য পানি পড়া নিতে আসলে মৌলানা সাহেব জিজ্ঞেস করেন এত কিছুর পরেও তোমরা আমাকে বিশ্বাস করার কারণ? তখন সে বলে, ভাইসাহেব আপনার পেছনে শত্রু লেগেছে আর সে হচ্ছে প্রদীপবাবু। সেই এই কাজ করিয়েছে এবং যারা এই কাজ করেছে আমরা তাদেরকে চিনি। তবে ভগবানের দোহাই আপনি কাওরে আমার নাম বলবেন না। মৌলানা সাহেব বিস্মিত হয়ে বলেন, নিজ ধর্মের এত বড় অবমাননা এটা কি তোমাদের দৃষ্টিতে পাপাচার নয়? তার অনেক ক্ষমতা তাকে কেউ কিছু বলার সাহস নাই, মহিলা বলে। ঠিক আছে তুমি শুধু আমাকে নামগুলো বলো দেখি কিছু করতে পারি কিনা। খেলার মাঠে প্রদীপবাবুর বিরাট নির্বাচনী সমাবেশ আজ। লোকে লোকারণ্য। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বক্তৃতা দেবেন। হঠাৎ দেখা গেল এসডিও সাত্তার সাহেবের গাড়ি এসে থামল। তিনি সরকারি লোক, এখানে এই প্রচারণার কাজে নিশ্চয় আসবেন না বা তাকে দাওয়াতও করা হয় নাই। তার সাথে মৌলানা সাহেব এবং নতুন প্রার্থী আহাদ উকিল। কী ব্যাপার, ঘটনা কী? বিস্মিত হওয়ার চূড়ান্ত রূপ দেখা দিল যখন দেখা গেল অজিতের দুই বদ ছেলে শ্যামল এবং দয়াল গাড়ি থেকে নামছে। এদেরকে দিয়ে প্রদীপবাবু হেন কোনো কাজ নেই তিনি করান নাই এবং সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটানো হয়েছে মৌলানাকে ফাঁসানোর জন্য এরা তার কারিগর। এদেরকে তো পয়সা দেওয়া হয়েছে এত বড় বেইমানী করতে পারল? জনসভা কিছু সময়ের জন্য স্থগিত হয়ে গেল। চারদিক পিনপতন নিস্তব্ধতা। এসডিও সাহেব তার সাথের লোকদের নিয়ে মঞ্চে উঠলেন, প্রদীপবাবুকে বললেন আপনি নিশ্চয়ই কিছুটা আঁচ করতে পারছেন যা সত্য সবাইকে বলুন নতুবা আপনার সমস্যা আরও বাড়তে পারে নাকি শ্যামল দয়াল বলবে? একজন ফেরেস্তার মতো মানুষের এত বড় ক্ষতি আপনি করতে পারলেন? বলে মাইক্রোফোন প্রদীপবাবুর হাতে দেন। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রদীপবাবু কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করেন, কাঁপা কাঁপা গলায় সবাইকে ঘটনার পেছনের সত্য বলে দেন এবং নির্দ্বিধায় এও বলেন যে এই দেব-তুল্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভাষা আমার নেই আমার প্রচণ্ড জেদ এবং হিংসা আমাকে এই চরম অধর্মের কাজ করিয়েছে আমি পাপী আমার কোন ক্ষমা নাই! সমাবেশে চরম হট্টগোল শুরু হলে এসডিও সাহেব সবাইকে থামিয়ে বলেন আরেকটি ঘোষণা আছে। এডভোকেট আহাদ সাহেব আপনাদের কিছু বলবেন। আহাদ উকিল সবাইকে সম্ভাষণ জানিয়ে যা ঘোষণা করলেন তা প্রদীপ বাবুর কল্পনাও করতে পারেননি! তিনি বলেন, আমি প্রদীপ দার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আজ আমার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করছি সেই সাথে আমি অনুরোধ করছি শ্রদ্ধেয় স্যার মৌলানা আখলাকুর রহমান সাহেবকে কিছু বলার জন্য। মৌলানা সাহেব মাইক্রোফোন হাতে নিতেই চতুর্দিকে হর্ষধ্বনি শুরু হলে তিনি সাবাইকে হাত তুলে থামিয়ে বলেন, আপনাদের ভুল ভেঙেছে দেখে আমার ভালো লাগছে। আমি বলতে গেলে এই ক'দিন একরকম অসুস্থ ছিলাম। আহাদ সাহেব নতুন মানুষ তার অভিজ্ঞতার দরকার আছে আজ থেকে আমরা সবাই মিলে কাজ করব। আগামীতে আমরা প্রদীপ বাবুকে চেয়ারম্যান হিসাবে দেখতে চাই আর আহাদ সাহেবকে

কমিশনার, আপনারা কী বলেন? সমাবেশে প্রচুর হাততালি আর হর্ষধ্বনিতে আনন্দ উৎসবে পরিণত হলো। প্রদীপবাবু মৌলানা সাহেবকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। একসময় সবার উদ্দ্যেশে বলেন আমরা জীবন থাকতে এখানে কোন ধর্মীয় বিদ্বেষ ঘটতে দেব না।আমরা একসাথে কাজ করতে চাই আজীবন। মৌলানা সাহেবের মনে হলো অনেক দিন পর তিনি কিছু নির্মল হাওয়া অনুভব করলেন, এসডিও সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসার দিকে রওয়ানা হলেন। প্রায় কচ্ছপের মতো দেখতে সাদা রঙের একটি "ভক্সওয়াগন" মৌলানা সাহেবের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কতগুলো ছেলেমেয়ে গাড়িটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মৌলানা সাহেব জিজ্ঞেস করার আগেই ড্রাইবার দরজা খুলে বের হয়ে সালাম দিয়ে বলল, "আপনের বাসায় মেমান আইছে!' মৌলানা সাহেবের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারও নিজস্ব গাড়ি আছে বলে তিনি মনে করতে পারলেন না! কে আসতে পারে? বাসার বারন্দায় পুতুলের মতো দেখতে ফুটফুটে সুন্দর তিন-চার বছরে দুটো ছেলেকে খেলা করতে দেখলেন। ছেলে দুটো দেখতে অবিকল একই রকম, পরনে একই রকম পোশাক। বুঝা গেল এরা যমজ। সুবহানাল্ল!! এত সুন্দর এত মিল! তাঁর ছেলে আলমগীরের বয়স এগারো ক্লাস সিক্সে পড়ে সেও তাদের সাথে একটা বল নিয়ে খেলা করে খুব আনন্দ পাচ্ছে। তিনি ভেতর ঘরে যেতেই আধুনিক বেশভূষার মাথায় স্কার্ফ পরা এক ভদ্রমহিলা তাকে সালাম জানিয়ে কদমবুসি করেন। মৌলানা সাহেব তাকে চিনতে পারলেন না! তাঁর স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, যাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন দিতে গিয়েছিলে তাকে চিনতে পারছ না?

এ হচ্ছে তোমার সেই সুলতানা! মৌলানা সাহেব অনেক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন, সেই চঞ্চলা চপলা দুরন্ত কিশোরী সুলতানা? বিশ্বাসই হচ্ছে না! সুলতানা বলে, স্যার আমি সুলতানা আপনাকে দেখতে এলাম। "অনেক শুকরিয়া ! তুমি আমাদের কথা মনে রেখেছ আমার খুব ভালো লাগছে। তোমার আব্বা কেমন আছেন?" মৌলানা সাহেব জানতে চান। "আব্বা মারা গেছেন দুই বছর হলো" মৌলানা সাহেব ইন্নালিল্লাহ পড়ে বলেন একজন ফেরেস্তার মতো মানুষ ছিলেন, কী এমন হইয়েছিল?" হঠাৎ হার্টঅ্যাটাক করলে তিনি হসপিটালে একমাস ছিলেন, তারপর আমাদের ছেড়ে চলে যান।" সুলতানা কান্না সামলে বলার চেষ্টা করে। "মন খারাপ করো না হায়াত মউত খোদার হাতে কেউ আগে কেউ পরে এই আরকি ! তবে তোমার আব্বা একটু তাড়াতাড়িই চলে গেলেন, আল্লাহ উনাকে বেহেস্ত নসীব করুন। মৌলানা সাহেব প্রসংগ পাল্টে বলেন, বাইরে ওরা নিশ্চয় তোমার যমজ সন্তান? এত মিল! ওদেরকে আলাদা করো কীভাবে? মৌলানা সাহেব জিজ্ঞেস করেন।" "বড়টার গলায় একটা বড় তিলক চিহ্ন এই দিয়েই বুঝি। ওর নাম আখলাকুর রহমান 'আদর' আর ছোটটার নাম আশরাফুর রহমান 'সোহাগ'।" "বাহ খুব সুন্দর নাম। প্রথম জনের সাথে আমার নামটা মিলে গেছে হা হা হা!" মৌলানা হাসতে থাকলে সুলতানা বলে, "না স্যার আপনার নামেই ওর নাম রেখেছি, আমি ওয়াদা করেছিলাম আমার প্রথমসন্তান ছেলে হলে ওর নাম আমার প্রিয় স্যারের নামে রাখব যার জন্য আমি এই পৃথিবীর আলো বাতাস নতুন করে দেখার সুযোগ আল্লাতায়ালা আমাকে করে দিয়েছেন! আব্বা মারা যাবার সময় আমাকে বলে গেছেন যতদিন বেঁচে আছি আমার যেন আপনার সাথে যোগাযোগ থাকে। চাইলেই কি আর পারি! সময় আর সুযোগের অভাব। এর জন্য আমি দুঃখিত! আমার স্বামী লন্ডনে ব্যারিস্টারি করেন খুবই ব্যস্ত মানুষ। আসতে পারেননি, আমাকে বলেছেন তিনি একদিন এসে আপনার দোয়া নিয়ে যাবেন, প্রায় সময় বলেন তোমার স্যার না থাকলে আমি এত ভালো মানুষ আমার স্ত্রীকে কীভাবে পেতাম বলে সুলতানা লজ্জাবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকল। "আল্লাহ তোমাদের সুখী করেছেন জেনে ভালো লাগছে! তা তুমি কি কিছু করছো নাকি ঘর সংসার?" মৌলানা সাহেব জানতে চান। "আমি একটা স্কুলে শিক্ষকতা করছি। আমার জীবনের বড় আদর্শ ছিলেন আপনি। এখনও ক্লাস করাতে গেলেই আপনার কথা মনে পড়ে আপনাকে অনুসরণ করি, আপনি কীভাবে পড়াতেন সেই মতো চেষ্টা করি।

আজ একটা জিনিস আপনাকে ফেরত দিতে চাই", বলে সে একটা 'ঝর্ণা-কলম' মৌলানা সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'দেখুনতো স্যার চিনতে পারেন কিনা?' মৌলানা সাহেব বলেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না তবে এই ধরনের একটা কলম আমার ছিল অনেক আগে, হারিয়ে গেছে।'

"হারায় নাই স্যার এটাই আপনার সেই কলম। আমি নিয়েছিলাম, তবে ঠিক চুরি বলবো না, আপনার কাছের মানুষের সাহয্যে আমি এই কলমটি নেই।" মৌলানা সাহেব লক্ষ্য করলেন তার স্ত্রী মিটমিট করে হাসছেন, তার মানে তিনিই সেই কাছের মানুষ! এত দিন গোপন রেখেছেন !! "আমি জানতাম লন্ডন চলে যাবো আর কবে আসবো আর আসলেও আপনাদের সাথে কি দেখা হবে? আপনার কোন স্মৃতি থাকবে না তা কী করে হয় তাই এই নিষিদ্ধ কাজটি আমি করেছি, আমায় ক্ষমা করবেন স্যার! এই কলম দিয়েই আমি সব 'এক্সাম' দিয়েছি এবং মনে হতো আপনি আমার সাথে আছেন, আমি একধরণের 'স্প্রিচুয়াল স্ট্রেংথ' অনুভব করতাম এবং প্রতিটি বিষয়ে অভাবনীয় রেজাল্ট করতাম, আমার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বাক্ষর করতে আমি এই কলম ব্যবহার করতাম এবং সব জায়গায় সফল হতাম। আমার ছাত্র ছাত্রীদেরও এই কলম দেখিয়ে আপনার গল্প করতাম! এখন পর্যন্ত এটাকে আমি পরম মমতায় আগলে রেখেছি। আমি কালই লন্ডন চলে যাব জানি না আর কবে দেখা হবে। আমার জন্য আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করবেন।" মৌলানা সাহেব বলেন, এই কলম তোমার সাথেই থাকবে। তোমাদের জন্য আমার দোয়া আজীবন।আর আজই যাবে কী, তাইলে এই লাগেজ নিয়ে কষ্ট করে আসলে কেন? এটা আপনাদের জন্য আমার সামান্য উপহার ! সুলতানা বলে। তার দুই সন্তানকে ডেকে বলে দেখো ইনি হচ্ছেন তোমাদের নানাভাই। ছেলে দুটোকে মৌলানা সাহেব কোলে টেনে নিলে আলমগীরও এসে কাছে দাঁড়ায় তিনি তিনজনকে নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসেন। ছেলে দুটো তার মুখে,দাঁড়িতে হাত বুলাচ্ছিল আর বারবার বলছিল-নানাভাই, নানাভাই। মৌলানা সাহেব আবেগ আপ্লুত হলেন তার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, তিনি বারবার চোখ মুছার চেষ্টা করছিলেন ছেলে দুটোর জন্য। পারছিলেন না।

কিছু নির্মল হাওয়া অনুভব করলেন, এসডিও সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসার দিকে রওয়ানা হলেন । প্রায় কচ্ছপের মতো দেখতে সাদা রঙের একটি "ভক্সওয়াগন" মৌলানা সাহেবের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। কতগুলো ছেলেমেয়ে গাড়ীটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ।মৌলানা সাহেব জিজ্ঞেস করার আগেই ড্রাইবার দরোজা খুলে বের হয়ে সালাম দিয়ে বললো, "আপনের বাসায় মেমান আইছে!' মৌলানা সাহেবের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কারও নিজস্ব গাড়ী আছে বলে তিনি মনে করতে পারলেন না! কে আসতে পারে ? বাসার বারন্দায় পুতুলের মতো দেখতে ফুটফুটে সুন্দর তিন-চার বছরে দুটো ছেলেকে খেলা করতে দেখলেন। ছেলে দুটো দেখতে অবিকল একই রকম,পরনে একই রকম পোশাক।।বুঝা গেলো এরা যমজ । সুবহানাল্লা!! এতো সুন্দর এতো মিল! তাঁর ছেলে আলমগীরের বয়স এগারো ক্লাস সিক্সে পড়ে সেও তাদের সাথে একটা বল নিয়ে খেলা করে খুব আনন্দ পাচ্ছে। তিনি ভেতর ঘরে যেতেই আধুনিক বেশভূষার মাথায় স্কার্ফ পরা এক ভদ্রমহিলা তাকে সালাম জানিয়ে কদমবুসি করেন। মৌলানা সাহেব তাকে চিনতে পারলেন না! তাঁর স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, যাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন দিতে গিয়েছিলে তাকে চিনতে পারছো না? এ হচ্ছে তোমার সেই সুলতানা! মৌলানা সাহেব অনেক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন, সেই চঞ্চলা চপলা দূরন্ত কিশোরী সুলতানা ?বিশ্বাসই হচ্ছে না! সুলতানা বলে ,স্যার আমি সুলতানা আপনাকে দেখতে এলাম। "অনেক শুকরিয়া ! তুমি আমাদের কথা মনে রেখেছ আমার খুব ভাল লাগছে। তোমার আব্বা কেমন আছেন?"মৌলানা সাহেব জানতে চান। ""আব্বা মারা গেছেন দুই বছর হলো" মৌলানা সাহেব ইন্নালিল্লাহ পড়ে বলেন একজন ফেরেস্তার মতো মানুষ ছিলেন,কী এমন হইয়েছিল ? । "হঠাত হার্টএটাক করলে তিনি হসপিটালে একমাস ছিলেন তার পর আমাদের ছেড়ে চলে যান।"সুলতানা কান্না সামলে বলার চেষ্টা করে। " মন খারাপ করো না হায়াত মঊত খোদার হাতে কেউ আগে কেউ পরে এই আরকি! তবে তোমার আব্বা একটু তাড়াতাড়িই চলে গেলেন,আল্লাহ উনাকে বেহেস্ত নসীব করুন । মৌলানা সাহেব প্রসংগ পাল্টে বলেন, বাইরে ওরা নিশ্চয় তোমার যমজ সন্তান? এতো মিল! ওদেরকে আলাদা করো কিভাবে ? মৌলানা সাহেব জিজ্ঞেস করেন।" বড়টার গলায় একটা বড় তিলক চিহ্ন এই দিয়েই বুঝি। " ওর নাম আখলাকুর রহমান 'আদর' আর ছোটটার নাম আশরাফুর রহমান 'সোহাগ'। "" বাহ খুব সুন্দর নাম। প্রথম জনের সাথে আমার নামটা মিলে গেছে হা হা হা!মৌলানা হাসতে থাকলে সুলতানা বলে "না স্যার আপনার নামেই ওর নাম রেখেছি,আমি ওয়াদা করেছিলাম আমার প্রথমসন্তান ছেলে হলে ওর নাম আমার প্রিয় স্যারের নামে রাখবো যার জন্য আমি এই পৃথিবীর আলো বাতাস নতুন করে দেখার সুযোগ আল্লাতায়ালা আমাকে করে দিয়েছেন! "আব্বা মারা যাবার সময় আমাকে বলে গেছেন যতদিন বেঁচে আছি আমার যেনো আপনার সাথে যোগাযোগ থাকে। চাইলেই কি আর পারি !সময় আর সুযোগের অভাব ।এর জন্য আমি দুঃখিত! আমার স্বামী লণ্ডনে ব্যারিস্টারি করেন খুবই ব্যস্ত মানুষ। আসতে পারেন নি, আমাকে বলেছেন তিনি একদিন এসে আপনার দোয়া নিয়ে যাবেন, প্রায় সময় বলেন তোমার স্যার না থাকলে আমি এতো ভাল মানুষ আমার স্ত্রীকে কিভাবে পেতাম বলে সুলতানা লজ্জাবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকলো। আল্লাহ তোমাদের সুখী করেছেন জেনে ভাল লাগছে! তা তুমি কি কিছু করছো নাকি ঘর সংসার ?মৌলানা সাহেব জানতে চান।'আমি একটা স্কুলে শিক্ষকতা করছি। আমার জীবনের বড় আদর্শ ছিলেন আপনি। এখনও ক্লাস করাতে গেলেই আপনার কথা মনে পড়ে আপনাকে অনুসরণ করি,আপনি কিভাবে পড়াতেন সেই মত চেষ্টা করি। আজ একটা জিনিস আপনাকে ফেরত দিতে চাই, বলে সে একটা 'ঝর্ণা-কলম' মৌলানা সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে দেখুনতো স্যার চিনতে পারেন কিনা? মৌলানা সাহেব বলেন, ঠিক বুঝতে পারছিনা তবে এই ধরণের একটা কলম আমার ছিল অনেক আগে, হারিয়ে গেছে। হারায় নাই স্যার এটাই আপনার সেই কলম। আমি নিয়েছিলাম ,তবে ঠিক চুরি বলবো না, আপনার কাছের মানুষের সাহয্যে আমি এই কলমটি নেই। মৌলানা সাহেব লক্ষ্য করলেন তার স্ত্রী মিটমিট করে হাসছেন,তার মানে তিনিই সেই কাছের মানুষ! এতো দিন গোপন রেখেছেন !! আমি জানতাম লন্ডন চলে যাবো আর

কবে আসবো আর আসলেও আপনাদের সাথে কি দেখা হবে ? আপনার কোন স্মৃতি থাকবে না তা কী করে হয় তাই এই নিষিদ্ধ কাজটি আমি করেছি, আমায় ক্ষমা করবেন স্যার! এই কলম দিয়েই আমি সব 'এক্সাম' দিয়েছি এবং মনে হত আপনি আমার সাথে আছেন, আমি একধরণের "স্পিরচুয়াল স্ট্রেংথ ""অনুভব করতামএবং প্রতিটি বিষয়ে অভাবনীয় রেজাল্ট করতাম,আমার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বাক্ষর করতে আমি এই কলম ব্যবহার করতাম এবং সব জায়গায় সফল হতাম ।আমার ছাত্র ছাত্রীদেরও এই কলম দেখিয়ে আপনার গল্প করতাম! এখন পর্যন্ত এটাকে আমি পরম মমতায় আগলে রেখেছি। আমি কালই লন্ডন চলে যাবো জানিনা আর কবে দেখা হবে আমার জন্য আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করবেন। মৌলানা সাহেব বলেন, এই কলম তোমার সাথেই থাকবে। তোমাদের জন্য আমার দোয়া আজীবন।আর আজই যাবে কী, তাইলে এই লাগেজ নিয়ে কষ্ট করে আসলে কেন? এটা আপনাদের জন্য আমার সামান্য উপহার ! সুলতানা বলে । তার দুই সন্তানকে ডেকে বলে দেখো ইনি হচ্ছেন তোমাদের নানাভাই। ছেলে দুটোকে মৌলানা সাহেব কোলে টেনে নিলে আলমগীরও এসে কাছে দাঁড়ায় তিনি তিনজনকে নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসেন। ছেলে দুটো তার মূখে,দাঁড়িতে হাত বুলাচ্ছিল আর বার বার বলছিল -নানাভাই , নানাভাই। মৌলানা সাহেব আবেগ আপ্লূত হলেন তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠে, তিনি বার বার চোখ মুছার চেষ্টা করছিলেন ছেলে দুটোর জন্য। পারছিলেন না।

গদ্য

ঈদের আনন্দ বয়ে যাক সব প্রানে, সব খানে

মোঃ শামছুল আলম

'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ। তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানি তাকিদ।' ঈদ আসে কৃচ্ছ ও শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে! তাকওয়ার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নতুন জীবনে ফেরার অঙ্গীকার নিয়ে। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত এবং অফুরন্ত কল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে ঈদ আসে। ঈদ আসে শত্রুতা ও দ্বেষের প্রাচীর ডিঙিয়ে বন্ধুত্ব ও মিতালির হাত বাড়িয়ে! ঈদ আসে মহামিলনের মহোৎসবের আবেশে মনকে মথিত করতে! পরিশোধিত হৃদয়ে পরিতৃপ্তির ছোঁয়া ও 'আবে হায়াত'র স্নিগ্ধতা দিতে! ঈদুল ফিতর মুসলমানদের জন্য একই সঙ্গে আনন্দোৎসব ও ইবাদত। এ আনন্দ আল্লাহর রহমত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির, জাহান্নাম থেকে মুক্তির! এ আনন্দ সিয়াম-কিয়ামের শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতার। এ আনন্দে কোনো অশ্লীলতা ও পাপ-পঙ্কিলতা নেই। এ আনন্দে কেবলই সওয়াব ও পুণ্যের দ্যুতি। এ আলোক-দ্যুতি ও আনন্দ ক্রমান্বয়ে সঞ্চারিত হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে। শিশু-কিশোর ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সবার দেহ-মানসে লাগে ঈদ-আনন্দের ছোঁয়া! আহ্ ঈদের দিনের সে কী আনন্দ! হৈ হুল্লোড়! নতুন জামা নতুন জুতায় হেসে ওঠে যেন বাঁকা চাঁদ! ছোটদের তো কথাই নাই কচকচে টাকা আর বড়দের স্নেহে আনন্দ আর ধরে না! ঈদগাহে যেতে সে তো অন্যরকম আনন্দ! পথে পথে সালাম প্রিয়জনদের কোলাকুলি ! কবি নজরুল সে আনন্দকেই চিত্রায়ণ করেছেন ঈদ মোবারক কবিতায়- পথে পথে আজ হাঁকিব, বন্ধু, ঈদ মোবারক ! আসসালাম ! ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরনী ফুল-কালাম ! শাব্দিক অর্থে ঈদ মানে আনন্দ হলেও প্রকৃত বিবেচনায় ঈদ কেবলই একটি আনন্দময় দিন নয়; বরং ঈদ একটি ইবাদত। তাই মুসলমানের ঈদের মূল বক্তব্য হলো মহান আল্লাহর স্মরণ, তার জিকির, তার শ্রেষ্ঠত্ব, তার বড়ত্বকে সামনে রেখে সম্মিলিত আনন্দের পরিবেশ গড়ে তোলা। আমাদের সামান্য সহযোগিতা এবং কিছু টাকা, কিছু নতুন কাপড়

পেয়ে হতদরিদ্র, এতিম-দুস্থ, নিঃস্ব-অসহায় ও বেশুমার ছিন্নমূল মানুষের মুখে ফোটে হাসির রেখা। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ী ও কর্মজীবীরাও এ আনন্দে মেতে ওঠেন সমান রূপে। আর এভাবেই ঈদ সর্বজনীন ও সবার হয়ে ওঠে। ঈদের আনন্দকে পরিশুদ্ধ করার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আনন্দ দান করার জন্য ইসলাম ধনীদের ওপর ওয়াজিব করেছে সদকাতুল ফিতর। সদকায়ে ফিতরের অন্তর্নিহিত রহস্য ও তাৎপর্য হলো, ঈদের আনন্দে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকেও শামিল করে নেওয়া। আরও একটি রহস্য হচ্ছে, সদকাতুল ফিতর রোজার জাকাতস্বরূপ। জাকাত যেমনি সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে তেমনি সদকাতুল ফিতর রোজাকে শুদ্ধতা দান করে। রোজার ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে। সুখবর পেলেই মানুষ আনন্দিত হয়। এক মাস রোজার সাধনার পর ঈদের পবিত্র এই দিনে পুরস্কার হিসেবে ক্ষমা প্রাপ্তিই সেই আনন্দের কারণ। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ঈদের দিন ফেরেশতাদের মধ্যে রোজাদারদের নিয়ে গর্ব করে বলেন, 'হে ফেরেশতারা, আমার কর্তব্যপরায়ণ প্রেমিক বান্দার বিনিময় কী হতে পারে?' ফেরেশতারা বলেন, 'হে প্রভু পুণ্যরূপে পুরস্কার দান করাই তো তার প্রতিদান।' আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব (রোজা) পালন করেছে। অতঃপর দোয়া করতে করতে ঈদগাহে গমন করেছে। সুতরাং আমার মর্যাদা, সম্মান, দয়া ও বড়ত্বের কসম! আমি তাদের দোয়া কবুল করব এবং তাদের মাফ করে দেব।' (বায়হাকি: ৩/৩৪৩) নির্মল এই ঈদ-আনন্দে মহান প্রভুর শাহী দরবারে সব মুসলমান অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজেকে উজাড় করে দেয়। খোদায়ী সত্তার মধ্যেই নিজের সব কিছু সীমিত করে নেয় এবং নিজের চাওয়া-পাওয়ার পরিধি মহান আল্লাহর গণ্ডিসীমা লঙ্ঘন করে না। ইসলামি উৎসব কারও ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণায় পালিত হওয়ার সুযোগ নেই, বরং ইসলামি উৎসব সামগ্রিক, ব্যাপক ও সার্বজনীন চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়নের মাইলফলক। এখানে খোদামুখী চিন্তা-চেতনাই প্রতিফলিত হয়। এ জন্যই মুসলামানের ঈদে নেই কোনো গর্হিত কাজের ছড়াছড়ি, বরং যখন ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তাদের মুখে স্লোগান থাকে- 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ' অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা বড়, আল্লাহতায়ালা শ্রেষ্ঠ, আল্লাহতায়ালা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহতায়ালা বড়, আল্লাহতায়ালা শ্রেষ্ঠ, প্রশংসা শুধু তারই জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুসলামনদের ধর্মীয় উৎসবের মূলমন্ত্র হলো, এই উৎসব পালিত হয় মহান প্রভুর বড়ত্ব, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও তারই একত্ববাদের ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কবি-সাহিত্যিকরা ও ঈদের দিনকে খুশির দিন হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তবে কবি মতিউর রহমান মল্লিক তার গানে ঈদের সুখ ঈদের আনন্দ অপূর্ণ থাকার কথা বলেছেন। যদি খোদার বিধান কায়েম না হয় অপূর্ণই থেকে যাবে ঈদের আনন্দ। কবি লিখেছেন- "ঈদের খুশি অপূর্ণ রয়ে যাবে ততদিন খোদার হুকুমাত হবে না কায়েম কায়েম হবে না যতদিন।" সত্যিই কবি অসাধারণ সুন্দর করে যৌক্তিকতা কে ফুটিয়ে তুলেছেন তার গানে। পৃথিবীতে একমাত্র এক আল্লাহর হুকুমাত কায়েমের মাধ্যমেই ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা সম্ভব। দূর করা সম্ভব উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের ভেদাভেদ। ঈদ থেকে শিক্ষা নিয়ে সারাবছর নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারলেই সার্থক হবে ঈদ উৎসব। ঈদের দিন যেভাবে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়, সারাবছর ধরে সেই বিভেদের দেয়ালকে ছাপিয়ে গড়ে তুলতে হবে ঐক্যের পাহাড়। তাহলেই ঈদের দিনে সুখানন্দে জেগে উঠবে মন। নেচে উঠবে অন্তর। থাকবে না ভেদাভেদ। প্রাণে প্রাণে বেজে উঠবে সুখের বীণ।

উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের ভেদাভেদ । ঈদ থেকে শিক্ষা নিয়ে সারাবছর নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারলেই সার্থক হবে ঈদ উৎসব । ঈদের দিন যেভাবে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়, সারাবছর ধরে সেই বিভেদের দেয়ালকে ছাপিয়ে গড়ে তুলতে হবে ঐক্যের পাহাড়। তাহলেই ঈদের দিনে সুখানন্দে জেগে ওঠবে মন । নেচে ওঠবে অন্তর। থাকবে না ভেদাভেদ। প্রাণে প্রাণে বেজে ওঠবে সুখের বীন।

গল্প

এ অনুভূতির নাম নেই

মেহেনাজ পারভীন

রুবেলের সাথে রমিছার ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে। টঙ্গী রেলস্টেশনের ঝুপড়িতে ওদের বসবাস। দুজনের মনে একই প্রশ্ন- মানুষ জন্মের সময় বাপ-মা সিলেক্ট করতে পারে না ক্যান? এটা করতে পারলে ওদের জীবনটা এমন হতো না। ফুটপাতে জন্ম, ফুটপাতে মৃত্যু, ফুটপাতেই এক জন্মের মামলা শেষ। ডাস্টবিন ঘেঁটেই দেশের পরিস্থিতি বুঝতে পারে রুবেল। জিনিসের দাম বাড়া-কমারও হদিস পায়। যখন যে জিনিসের দাম বাড়ে মাসের পর মাস ডাস্টবিনে সেই জিনিসের টুকরোও খুঁজে পাওয়া যায় না। কোরবানির ঈদে গোশতের টুকরোর অপেক্ষায় থাকে। সেমাই ঈদে হাড়-হাড্ডিও জুটবে না মনে হয়। গোশতের দাম বাড়ছে বোঝা যাচ্ছে, অনেক দিন গোশতের টুকরো মেলেনি। পিঠের যে স্থানে হাত পৌঁছে না, একটা পোলের সাথে নিজের পিঠ ঘষছে আর বলছে, "আচ্ছা রমিছা কওতো- এই ডাস্টবিন ঘাঁটি, ভাঙারি বিক্রি করি একটা বস্তাত শুতে সারাজীবন কাটাইয়া দেয়ার নামই কী জেবন?" চৈত্রের শেষে গরম পড়েছে খুব। রমিছা ঘেমে একাকার। হাত দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, "দুনিয়াডাই একটা ডাস্টবিন আর পেটের ক্ষুধা আইশ্চর্য রহস্যময়, আমাদের জগৎ সবার থেইক্যা আলাদা বুঝছস।" ফুটপাত অদ্ভুত এক জায়গা। যে ফুটপাতে দিনের বেলা মানুষ হাঁটা হাঁটি করে সেই ফুটপাতে টোকাইরা রাতে শান্তির ঘুম ঘুমায়। এই টোকাইদের টোকাই হওয়ার পেছনে গল্প আছে, গল্প থাকে, কিন্তু সেই গল্প শোনার কেউ নেই। সেই গল্প নিদারুণ, ভীষণ করুণ এবং দুঃসহ। রুবেলের আলাদা একটা যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায় আছে। ও রমিছাকে সব খুলে বলে, "বাবা মাকে প্রতিদিন মারতো আর ঝগড়া হতো। মা আত্মহত্যা করলে বাবা একটা বিয়ে করে, সৎ মায়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে 'পথ' মা কে বেছে নেওয়া আর এই পথ মা-ই আসল ঠিকানা।" রমিছা বলে, "বেটাছেলে হয়ে জন্মানোডাও একটা ভালা ভাইগ্য।" "ভুল, যেইখানডায় আশ্রয় লই সেইখানডায় অশান্তি, মাঝেমইধ্যে মার খাইতে হয়, প্রতিদিন নাইট গার্ড বা আইনের লোক আইসা নির্যাতন করে। আর যে মানুষগুলারে বলি, স্যার টেহা দ্যান, সক্কাল থেইক্যা কিছু খাই নাই। কিছু কিইন্যা খামু, ঐ স্যারগুলোনও কষে থাপ্পর মাইরা চইলা যায়।" চৌদ্দ-পনেরো বছরের কালো ছিপছিপে দেহ, এলোমেলো চুল, চুলগুলো চুলকোতে চুলকোতে গোপন দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমিছা বলে, "চাইরদিকে কালো হাতের অভাব নাই। পরথম পরথম কালো হাতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁইপ্যা নইড়া চইড়া উঠছিলাম। এখন সইয়্যা গ্যাছে সব। কত কি হয় প্রতিদিন, কত অচিনা মানুষ!" "জানিস রমিছা তুইও কারো না কারো চোখে সুন্দর" "আমারে তো কেউ ভালোবাসে না, বাপ-মাও ছাইড়া পালাইছে।" "চল- রমিছা আমরা ঘর বানাই" "তুই কি সত্য সত্য আমারে ভালোবাসোছ?" "হুম তোরে আমি ভালোবাসি" একাধিকবার যৌণ নিপীড়নের শিকার রমিছা বলে, "তুই আমার পাশে থাইকলে আমি নিশ্চিন্ত হইব, লোকজন সুযোগ পাইলে নানারকম খারাপ কথা বলে, এইসব থেইক্যা রেহাই পাইব।" "আমাদের বিয়ে আমরা নিজেরাই করমু। স্টেশন থেইক্যা আমরা পার্কে যাইয়া বাসা বানামু। তুই ফুলের মালা গাঁথবি আর আমি বাদাম বেচমু। আমাদের সুখের সংসার হইব। আমগরে বাচ্চাদের পড়ামু আর অফুরন্ত ভালোবাসা দিমু। ঈদে নতুন জামা কিনমু, পুলাউ খামু, গোশত কিইন্যা খামু।" এইসব কথা শুনে রমিছার একটা পোড়া, অল্পবয়সী মন কল্পনায় রঙিন হয়ে ওঠে । প্রতিটা সেকেন্ড আবার রিপিট করে কল্পনায় টেনে নেয় আর মুচকি মুচকি হাসে। "কামের একডা বেবস্তা হইয়া যাইব, পার্কের ল্যাম্পপুষ্টের নিচে রাতে বইয়া বইয়া গান গামু, গল্প করমু, কত্ত মজা হইব, কও।" সেদিন রুবেল সারাদিন টোকাটুকি করে ভাঙারি বিক্রি করে একটা দশ টাকা দামের নাকফুল, লাল ফিতা আর লাল এক ডজন চুড়ি কিনে নিয়ে আসে। "রমিছা, রমিছা, ডাকছি তোরে, তাত্তারি আয়," কোনোদিনও আর আসেনি রমিছা। পরে শোনে স্টেশনে এক ভ্রাম্যমাণ নারী রমিছাকে নিয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে।

আমাদের ক্রেতাসাধারণ ও শুভানুধ্যায়ীদের
পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা
ঈদ মোবারক
প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের লাইফটাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন বিশিষ্ট
রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারি শেফ মোঃ খলিলুর রহমান
নূতনরূপে বাহারি সব
বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
খলিল'স ফুড
বিয়ে, জন্মদিন, সকল আয়োজন এ
৫০০-২০০০ অতিথির ক্যাটারিং করি
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
Khalil's Food
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food
khalilsfood.com
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

কবিতা

নিভে যাক দহনের দুরন্ত আগুন

তমিজ উদ্দীন লোদী

কত কত রিচ্যুয়াল। আদি মানুষ থেকে আধুনিক মানুষ অবধি।
বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যে স্বাতন্ত্র্যে নিসর্গের মতো সুন্দর।
যেন বাগান। হলুদে নীলে লালে সবুজে শাদায় ছড়ানো।

'আমিই শ্রেষ্ঠ' এই বোধ ও গরিমা থেকে বেরিয়ে এলে সুখ
পরিযায়ী পাখির ডানার মতো সুন্দর
'সবার উপরে মানুষ' তারপর ধর্ম, বর্ণ যা যা কিছু সব।

রাজনীতির সূচালো মুখ ডিঙিয়ে
প্রতিহিংসার গনগনে আগুন পেরিয়ে
চেরি ফুলের মতো ঝরে পড়ুক শান্তি
প্রশান্ত থেকে অতলান্তিক অবধি।

পাড়ায় পাড়ায় নিভে যাক দহনের দুরন্ত আগুন
সম্পর্কের অমৃত ফলুক চরাচরে
ইহলোকে পারলৌকিক আকুতির রসকণা ছড়িয়ে পড়ুক
বাঙ্ময় হয়ে উঠুক অতল মানবিক বোধগুলো।

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
ইমেইল : tamizludi@yahoo.com

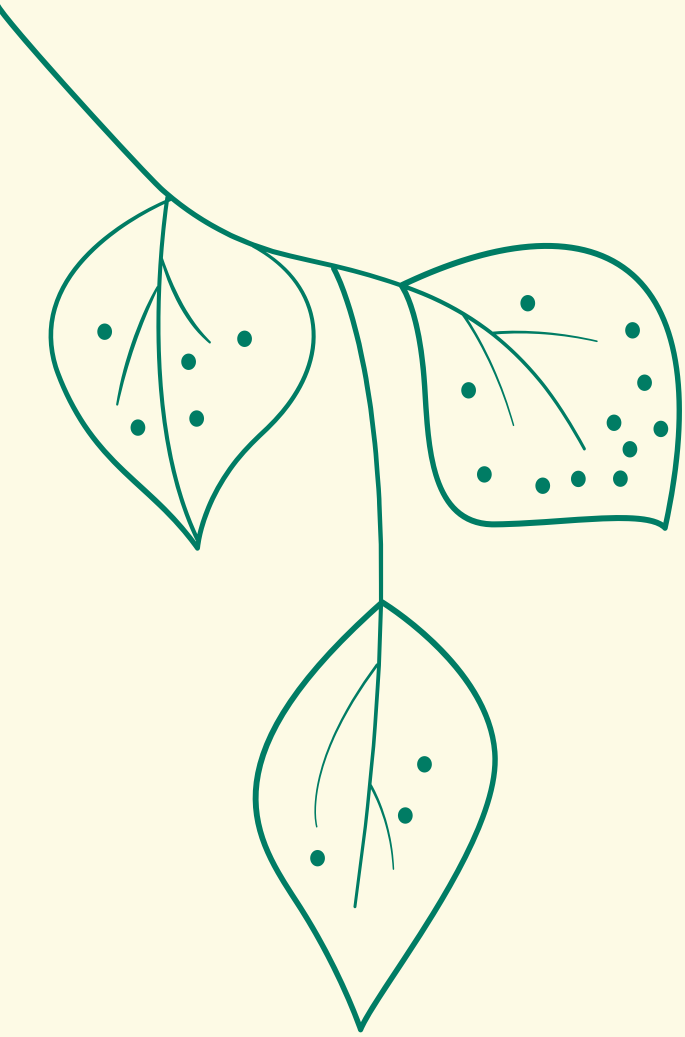

শোভন অহংকার

কাজী আতীক

সময়ে হয়নি- সময় সম্বরণ, তাই এই বিভ্রম বিভাজন,
অথচ এক আজব মৌন মুখরতায়
বলা না বলার মাঝামাঝি কোনো কথা,
হয়তো প্রতিশ্রুতিহীন কোনো অঙ্গীকার,
কিংবা অযথা সংলাপ- অস্পষ্ট উচ্চারণ,

তবে এমনতো হয়নি কখনো, যেমন-
বৃষ্টি না ঝরিয়েই গোপনে ফিরে গেছে শ্রাবণ।

সময়ে হয়নি- সময় সম্বরণ,
যদিও এক নীরব কোলাহল তোলপাড় ছুঁয়েছিল হৃদয়,
অনুপম অনায়াসে ধ্রুপদী অলংকরণে চিরায়ত সম্ভাষণ,
'ভালোবাসি'- নিভৃতি বিস্ময়ের সেই শোভন অহংকার।

আসলে- হয়তো কোনো অনুভবই নিরবচ্ছিন্ন নয়।

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

লাল বৃত্তটা আরও লাল হউক

জসীম উদদীন মুহম্মদ

কামনার সমুদ্রে পাল তুলে ওড়ে জাহাজ নিসিন্দায় নিষিক্ত হয়
জলজ পাপ বলিহারি বাতাসে পান চিবুচ্ছে চেনা গাল কৃষ্ণচুড়া
হাসিতে কেবলই দেখি স্বাধীনতার লাল! ধ্বংসস্তূপের
নাভিকমলে জন্ম নেয় লাল-সবুজ যতোটা অবুঝ ছিলাম
ততোটা আমি নই আমি আরও অবুঝ হতে চাই.. আরও
অবুঝ! বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে পুড়ে কয়লা হোক অস্থির কাল
পুড়ুক হিংসুটের ঠোঁট পুড়ুক জাল ভোট, জাল নোট তবুও
বৃত্তটা আরও লাল হোক.. আরও লাল..!!

বাংলাদেশ

তোমার নিজের ছায়া

রাজিয়া সুলতানা

এত ধুলো জমতে দিয়েছিলে? এত বসন্ত এলো,
গেলো চৈত্র দিনের পাতা ঝরে গেলো বাতাসে--
ধূলি এসে ধীর জমে গেল তোমার টেবিল, বিছানা
বালিশে। কোনো একদিন পরান আর পুরাণের
গল্প শোনাবে বলেছিলে। কত ঘর উড়ে গেছে,
ভেঙে গেছে বৈশাখী ঝড়ে। তোমার সময় হয়নি
তো -- কথাচ্ছলে শুধু কথা দিয়েছিলে ? । এখন
তোমার গল্পরা নেই, স্মৃতিভার নেই। এখন
বিকেলের শেষ রোদে তোমার নিজের ছায়া ধূলোয়
ঢেকে আছে।

ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

শুন্যের পাঁজরে।

মোখলেসুর রহমান

শুন্যের পাঁজরে বাতাসের বিছানায় শুয়ে দেখো আকাশ। চাহনিতে চোখ হয় টেলিস্কোপ। হৃদয়ের সাগরে ইমেজ আসে তড়পায় চোখ নিঃসঙ্গের গীতে। রুহের পুকুর আহ্লাদে নড়াচড়া করে দিগন্তরেখার অসীমে। সৃষ্টির রহস্যে তিয়াসি রুহ খোঁজে আপন ঠিকানা। আদির আলোর তরঙ্গমালা ছোবল মারে রুহে। আলোর প্রেমে কাতরায় রুহ। পাঠ করে সৃষ্টির সবাক প্রেম। প্রেমে প্রেমে তর্জমা করে অন্তহীন সৃষ্টির সমুদ্র। বিশ্বাসী রুহের পাঁজরে সাম্যবাদের বাউল বিলাপ। আলোময় আকাশের নৈঃশব্দে পর্যবেক্ষণ করো সৃষ্টিকে আলোর মান্যতায় সৃষ্টির খাদেম চেনে নাও তোমাকে।

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

তীব্রভাবে শ্লেষাত্মক

সাঈদ চৌধুরী

আজ একটি শ্লেষাত্মক দুঃখ অনুভব করছি
মৃত্যু অনিবার্য সত্য, অমোঘ-অপরিবর্তনীয়
করোনায় কিংবা হতে পারে অন্যভাবে
মৃত্যু নিয়ে কেউ উপহাস করতে পারি না।

সাগর গভীর থেকে আত্মার অলিন্দে
নির্বাক-নিরুত্তর, একটুখানি চুপ হয়ে আছি
যার আপনজন হারিয়েছে করোনায়
অজস্র অশ্রু জলে ভিজে তারা একাকার।

অভিশপ্ত নয়, এরা শাহাদতের মর্যাদা পায়
শীতল বাতাস তাদের মুখের উপর বয়ে যায়
জাতির অভিশাপে ব্যক্তিমানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়
এদায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ওপরই বর্তায়।

প্রভুত্বের অভিপ্রায়ে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়
মজুদদারির জন্য আদ এবং সমকামিতায় লুত
মূর্তিপূজায় নুহ জাতি, নৈতিকতার পদস্খলনে সামুদ
আর হুদ জাতি ধ্বংস হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহংকারে।

করোনায় মৃত্যু, ফাঁকা উদাসীনতার সাথে
বিদ্রূপাত্মক শব্দ ব্যঙ্গাত্মক হাস্যধ্বনি
সূক্ষ্ম উপহাস, তীব্র ভাবে শ্লেষাত্মক
গ্লানিকর, নিদারুণ খারাপ ও কুৎসিত।

জনাকীর্ণ শহরে দম ফেসে আসতে থাকে
নব বধূর মেহেদী রাঙা হাতেও ভাইরাস
যাদের ঠোঁট নিস্তব্ধ নিশীথ তিমির নির্জনে
চোখে অশ্রু বেরোয় না, মানসিক অসুবিধে..

মৃত্যু, যা গভীরভাবে পূর্ব নির্ধারিত
অবর্ণনীয় প্রবাহকে অনুসরণ করে
অসুস্থ ভাবনা যাদের মাথায় ঘোরে
তারাই কেবল উপহাস করতে পারে।

বেঁচে থাকার অসাধ্য প্রতিযোগিতায়
অভিলাষী মনের নিরর্থক প্রচেষ্টা চলে
তবু থেমে যায় জীবনের অনিবন্ধিত নদী
আমাদের হৃদয়, আমাদের কণ্ঠস্বর!

নৈঃশব্দের অচলায়ন থেকে আকুল আকাঙ্ক্ষা
মৃতদের আত্মা শান্তিতে থাকুক অনন্তকাল
আমাদের হৃদয় সরল থাকুক সূর্য-বাতাসে।
ভালোবাসা ব্যাপ্ত হোক! অন্তরে অন্তরে।

লন্ডন, ইংল্যান্ড

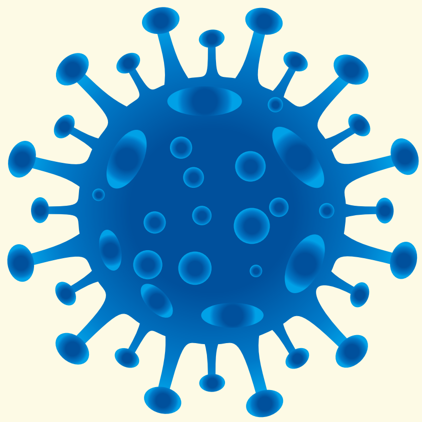

করোনা বছর

নুরুস সুফিয়ান চৌধুরী

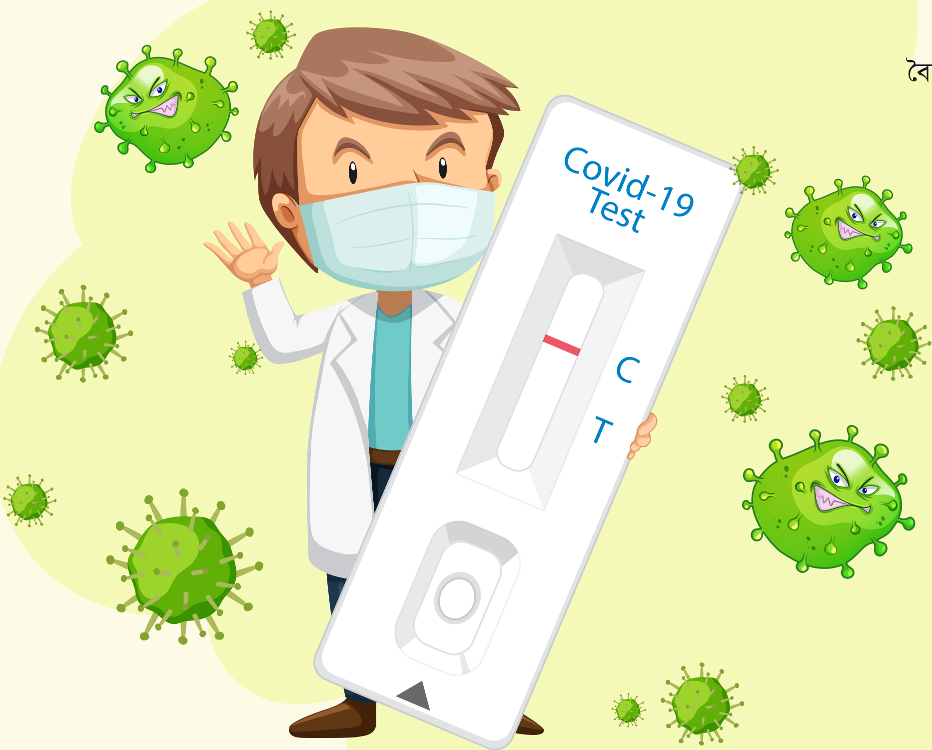

মৃত্যুর মিছিলে যদি শামিল না হই
যদি বাঁচি এ যাত্রায়
কুড়াবো মাটির ঢেলা দেখবে উদ্যত হাতে
তাড়াবো বেসুরো কাক এ আঙিনায়
অথবা চমকে যাবে
বৈশাখী ঝড়ের শেষে তোমারই গা ঘেঁষে ঘেঁষে
কুড়াবো যখন আম এ আম্র তলায়

মৃত্যুর আতঙ্ক কেটে যদি ফিরে প্রাণ
আমাদের এ তল্লাটে
আবার সওদা হাতে ফিরব বাজার হতে
বগাচর হব পার পায়ে হেঁটে হেঁটে
অথবা পুকুর জলে
কাটবে সাঁতার তুমি পাশে পাশে রব আমি
উঠবো ওপার গিয়ে জল ঘেটে ঘেটে

এ দুর্যোগে যদি তুমি বাঁচো কিবা বাঁচি
আমি অথবা দুজনে
আমাদের নাতিপুতি কিবা সন্তানসন্ততি
শুনাবো সকল সত্য তাহাদের কানে...
এ ছিল গন্নার কাল
জীবন থমকে ছিল মানবতা কেঁদেছিল
স্বজন আসেনি কোন লাশের দাফনে

ধূলিঝাড়া দিয়ে যদি আবার আমরা উঠি
আবার খিড়কি খুলে দেখি মিছিল আলোর
ভুলবো না কোনোদিন এ মহামারীর কথা
স্মৃতিতে থাকবে গাঁথা শুধু করোনা বছর !

লন্ডন, ইংল্যান্ড

সুন্দরের লোবান

আশরাফ হাসান

জানি একদিন তুমিও নামাজে দাঁড়াবে
রোজা থাকবে কোনো দূরগামী মুসাফিরের মতো
ইফতারের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই মিনতিভঙ্গি
নিয়ে বসে পড়বে জায়নামাজে
যেভাবে ভালোবাসার উত্তাপ হৃদয় খুঁড়ে
চলে যায় দীলের গহীনে
সেভাবে তুমিও একদিন তৃষ্ণার্ত প্রার্থনার হাতে
তুলে নেবে অপ্রস্তুত সন্ধ্যার নামতা।

জানি একদিন তুমিও মাস্তুলে ঢেউ লাগা নদীর মতো
জিকিরের ছন্দ তুলবে,
শ্রাবণমেঘের দিন যেভাবে কান্নায় ভেঙে পড়ে
পৃথিবীর কোলে
সেরকম তুমিও সজল স্পর্শে তুমুল ভেজাবে
সিজদার প্রিয় মাটি।

জানি এ গাঁথুনি তোমার শিল্পপিপাসা কিংবা
বৈষয়িকাভাব কিছুই মেটাবে না ,
তবু ক্লান্ত অবসন্ন কৃষক যেভাবে লাঙ্গলের ফলার
আঘাতে তুলে আনে ফসলের স্বাদ
সেভাবে হয়তো এখানে দুয়ার খুলে দেবে
কোনো সরোদ সাকিন্ ;
তুমি সহস্র আস্তরণ ভেদ করে প্রবেশ করবে সেখানে।

তোমারও পাথুরে হৃদয় ভেঙে যাবে একদিন
যেখানে কালো মেঘপুঞ্জের ন্যায় পাপের ধুয়াচ্ছন্ন
আস্তরণ ঢেকে দেয় আত্মার আকাশ
দুচোখে আদিগন্ত ঔদ্ধত্যের লেগুন ,
তুমিও একদিন মমির ঘর থেকে তুলে আনবে
স্বপ্ননিদ্রাহত প্রেমের কংকাল।

জানি একদিন তুমিও আলো আলো বলে চিৎকার
করতে করতে মুক্তির প্ল্যাকার্ড সজ্জিত
মিছিল নিয়ে সাভার শহীদ মিনার ঢাকা মেডিকেল
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সূর্যসেন হল টিএসসি
মধুর ক্যানটিন হয়ে পৌঁছে যাবে
কেন্দ্রীয় মসজিদের চিরসবুজ উদ্যানে;
শপথে শপথে বলীয়ান হাতগুলো পরম মমতায়
খুঁজতে থাকবে কোনো মায়ের ম্লান মুখচ্ছবি।

জানি কোনো একদিন এ লেখাটিও তোমার পছন্দ হবে,
সম্ভবত সেদিন নাও থাকতে পারি তোমার কাছাকাছি।
জানি একদিন তুমিও ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে আসা
বৃষ্টির ঝাপটার ন্যায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকবে ,
আনত প্রার্থনার ভোরে উড়তে থাকবে
শত শ্বেত পায়রা
আর তোমার শুভ্র কাপড়ের স্নিগ্ধতা ঘিরে
ছড়িয়ে পড়বে প্রেমবিপ্লবী সুন্দরের লোবান।

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
ইমেইল- ashraf.hasan08@gmail.com

মায়ের আঁচলে রাখো হাত

মামুন সুলতান

এই রহস্যপুরীর বিক্ষত বুকের চরে কাঁকড়ার মতো
বিদগ্ধ বিধুর পায়ে হাঁটে পঞ্চাশের গর্ভধারিণী মা

ঊর্ণনাভির মতোন মরে গেলে মাতৃহীন হয়ে যাব

পুষ্টিহীন আমার মা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ালে
পিষে যাবে জাতিসংঘের ত্রাণবাহী গাড়ির চাকা

মায়ের আঁচলে আছে আইনপরিষদ
সতেরো কোটি সন্তান
অথচ গুটি কয়েক আরশোলা মায়ের রক্ত নিয়ে
সাজিয়ে তোলে নিজস্ব পুকুর ব্যক্তিগত পাহাড়

নির্বাক জননী শুধু কাঁদে
অসম বণ্টন নীতি মায়েরা কখনো মানে না
নীরবে নির্জনে শুধু কাতর নয়নে চেয়ে থাকে
টিসিবির লাইনে দাঁড়ায় মায়ের বঞ্চিত সন্তান

মায়ের রিজার্ভ নিয়ে কানাডায় যেয়ো না ভাই
মায়ের মোহর নিয়ে যেয়ো না সিংগাপুরে
মায়ের আঁচলে রাখো চৌত্রিশ কোটি হাত
লাল সবুজ শাড়িতে মায়ের সুখ উড়তে থাকুক।

বাংলাদেশ

থাকে যেনো মনে

স্বপ্ন কুমার

করো না কেনে কুমার যত বেটাগিরি
ধরো না কেনে কুমার যত তুমি ভেক

কে আর চিরদিন করলা দুনিয়াদারি
সময় থাকতে জলদি কুমার চোখ খুলিয়া দেখ

চোখ খুলিয়া দেখরে কুমার, দেখতে যদি চাস
কই তোর ঘরবাড়ি, কই বসবাস

কে তোর পিতা-মাতা, কে আরি-পরি
কে তোর বউ কিবা কে পুয়া-পুরি

কেউ তোর নায়রে কুমার
কেউ তোর নায়
একদিন সব বুঝবে আর
করবে হায় হায়

কুন্তা কামো আইতোনায় কুমার
শেষ বিচারের দিনে
কুন্তা কামো আইতোনায় তোমার
থাকে যেন মনে।

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

বাবার কথা

মালেক ইমতিয়াজ

হৃদয়জুড়ে বাবার ছবি, বাবা তো আর নেই
বাবার কথা পড়লে মনে, মনটা হারায় খেই।
বাবাই আমার চলার পথে আদর্শ এক মানুষ
বাবার মুখেই শুনেছিলাম জীবনটা নয় ফানুস।
নিত্য ছিল বাবার হুকুম সত্যবাদী হবে
না হয় জীবন পদেপদে তুচ্ছ নাকি র'বে!
যা আছে তা নিয়েই কেবল থাকতে হবে খুশি
চাই না বৃথা মনের ভেতর অলীকটাকে পুষি!
বাবার দেয়া অমূল্য সে, সৎ উপদেশ আরও
ঈর্ষাকাতর না হই যেন, দেখলে হাসি কারও।
বাবার নসিহতটা ছিল পড়াশোনাই মূল
জীবনটাকে গড়তে হলে খুশবুমাখা ফুল।

কানাডা
ইমেইল- malekimtiaz5@gmail.com

ভালোবাসার স্বাপ্নিক কবি

শাকিল কালাম

সম্পর্ক গড়ে তুলতে বহুদিন সময় লাগে।
তা কখনো ভেঙে যায় কাচের বোতলের মতো।
সম্পর্ক, সময় ও ভালোবাসা আপেক্ষিক বিষয়।
তবে অনুভূতিগুলো তো আর মরে যায় না।

সম্পর্ক আর ভালোবাসা পরিপূরক; শ্রদ্ধা ও সম্মানের।
সম্পর্ক মানুষের কাছে কীভাবে দেখা দেবে!
বা তাকে কী চোখে দেখবে? তা নির্ভর করে;
মানুষের মানসিকতার ওপর;
যার যেরকম মানসিক স্থিতি ও বিশ্বাস।

সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা;
সেলুলয়েডের ফিতের মতো;
একটার পর একটা সিকোয়েন্স, চিত্রকল্প,
উপমা চলতে থাকে।
একজন স্বপ্নচারী মানুষ আরেকজনকে জানে,
তাদের বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব দিয়ে।
আজো ভালোবাসার সংজ্ঞা অনাবিষ্কৃত;
বন্ধুত্বের সম্পর্কে বৈধ, অবৈধ বলতে কিছুই নেই।
কেউ ভালোবাসায় ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে চায়।

দুজনের ভালোবাসার মধ্যে জৈবিক চাহিদা থাকতে হবে;
এর কোনো মানে হয় না, তা সঠিকও নয়।
নরনারী মধ্যে আস্থা-বিশ্বাস, নির্ভরতা থাকতে পারে।
এসব ভালোবাসা ও সম্পর্কের মধ্যে;
তা একটা প্রতিস্থাপক হিসেবে উদ্ভাসিত হতে পারে।

বাংলাদেশ

ভোরের কুয়াশায় আমাদের পদচিহ্ন নেই

মাসুম আহমদ

আমি আমার শৈশবের সাথে
মাঝেমাঝে সাপলুডু খেলি,
শৈশব জুড়ে থাকে লেবুফুলের ঘ্রাণ
থাকে ডোডো পাখির সাঁতার,
খেলা শেষে আবার মেতে উঠি
মায়াসভ্যতার রহস্য উদঘাটনে।

ডোডো পাখি এখন বিলুপ্তপ্রায়
ডোডো পাখির সাঁতার
শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল মরিশাসে,
মরিশাস থেকে ফেরার পথে
চোখে পড়েছিলো বারুদের ঘ্রাণের সাথে
দলেদলে আকাশে উড়ছে যুদ্ধবিমান।

আমাদের দীর্ঘশ্বাস ধরে রেখেছিল
যে লেবুফুলের ঘ্রাণ
সে ঘ্রাণ চিরতরে মুছে গেছে,
ভোরের শিশিরে আর
আমাদের পদচিহ্ন অবশিষ্ট নেই।

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

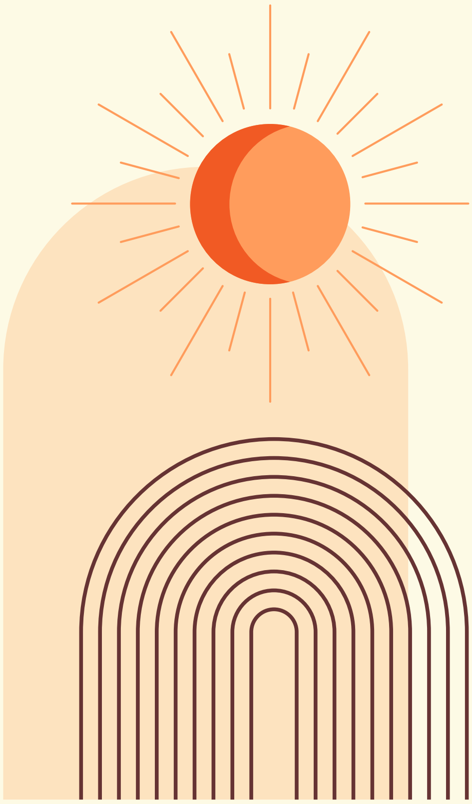

জীবন হারাতে থাকি

ফায়সাল আইয়ূব

প্রতিদিন আমরা কিছু না-কিছু হারাতেই থাকি
হারাই মানুষ এবং মানুষের মায়া
কারোর মায়া তো ছাড়িয়ে যায় শতবর্ষী বটবৃক্ষের ছায়া
ঘোলাজল খালের স্রোতে হারিয়ে যায় কাগজের নাও
খেলার উঠানে হারায় কাঠের ঘোড়া...
নদীর জলের মতো ক্রমাগত হারানোটা সয়ে যাই ধীরে ধীরে

ভালো করে কথা শেখার আগেই হারিয়ে ফেলি
মা-বাবার স্নেহজাত সুললিত সম্বোধন
হাঁটা শিখতে না-শিখতেই মায়ের কোল হারাতে শুরু করি
দৌড় শেখার আগেই হারিয়ে ফেলি মখমলি শিশুকাল
তারপর বামন-বাল্যকালে স্বরে-আ, হ্রস-ই'র পাঠশালা
ডানপিটে কৈশোরেই হারিয়ে ফেলি হাইস্কুলের পাঠ
সবুজ গোপাট
দুরন্ত তারুণ্যে হারাই দীপালিজীবন
সোমত্ত যৌবনে জোয়ানি উজাড় করে কেউ হাসি কেউ কাঁদি
এই এতটুকু পথ পেরোতে-না-পেরোতেই
আমরা চিরতরে হারিয়ে ফেলি অনেক স্বজন
পিতামাতা ভাইবোন পাড়াপ্রতিবেশী প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী
বড় হতে না-হতে হারিয়ে ফেলি অনেক বন্ধু
তাদের তুইতুকারি
অজান্তে হারিয়ে যায় বয়সের মোহ, প্রেমিকার চিঠি

শিশুকালে যে কান্নাই থাকে আমাদের কষ্টের একক ভাষা
বড় হলে আমাদের মনোত্বক মোটা হয়ে যায় বলে
আমরা একেও হারাতে থাকি
কাঁদতে পারি না বলে কখনো স্তব্ধ হয়ে যায় আমাদের হৃদযন্ত্র

কখনো হারিয়ে ফেলি নিজের ঠিকানা—
প্রিয়বাড়ি প্রিয়ঘর প্রিয়তম স্বর
আপন হারিয়ে গেলে হয়ে যায় পর

ক্রমশ হারিয়ে যায় পত্নীর প্রেম, স্বামীর শৌর্য
আমরা হারাতে থাকি সন্তানের ভালোবাসা
হারায় আবেগ আর স্মৃতির সিন্দুক

হারাই শরম হারাই পরম হারাই ধরম
হারাই মানবিকতা, অখণ্ড সততা—
সততা হারিয়ে গেলে থাকে না কিছুই
হায়, তবু যেন আমাদের থেকে যায় সবকিছু

প্রত্যহ হারাতে থাকি স্বপ্ন; স্বপ্নের মরণ হলে মানুষ বাঁচে না
স্বপ্নহীন মানবজীবন কখনো নাচে না
তারপরও আমরা বেঁচে থাকি নেচে থাকি
শুধুমাত্র হারানোটা মেনে নিই বলে

হারাই টানাটান মসৃণ ত্বক, শারীরিক শক্তি, মানসিক গতি
চোখের জ্যোতির সাথে হারিয়ে যায় মনের দ্যুতি
হায়, দুপাটি দাঁতের সাথে হাসিও হারাতে থাকি

দিনের সমষ্টি জীবন—
আহা, আমরা নিরন্তর হারাতে থাকি সে অমূল্য ধন!

প্যারিস, ফ্রান্স

প্রার্থনা সংগীত

কামরুল আলম

.
আমাদের কাঁধে আছে কত শত পাপ
জান্নাতে যেতে চাই তবু দলে দলে
আল্লাহর দরবারে পেতে শুধু মাফ
ভেসে যাই কেঁদে কেঁদে দুচোখের জলে।
ক্ষমা করে দাও তুমি ওগো দয়াময়
জান্নাতে আমাদের ঠাঁই যেন হয়।।
.
রাতের আঁধারে দেখি আলোকিত চাঁদ
তারাগুলো করে শুধু ঝিকিমিকি ঝিক
তোমাকে দেখার বড় জাগে মনে সাধ
জান্নাতে দেখা দিও হে প্রিয় মালিক।
তোমারই সাথে যেন আলাপন হয়
সেই আশা করে আজ সবার হৃদয়।।
.
যতদিন বেঁচে থাকি তোমারই নাম
ভুলে যেন যাই না গো দয়াময় রব
ভুলি না, ভুলি না যেন তোমার কালাম
তোমাকেই করি যেন মনে অনুভব।
তোমারই গোলামিতে হোক পরিচয়
সর্বদা তোমাকেই করি যেন ভয়।।
.

বাংলাদেশ

বৈশাখী

বিচিত্র কুমার

ওর মুখ যেন উৎসব মুখরিত
কাজলরাঙা দুটি আঁখি,
রঙিন ফিতায় সেজেছে বৈশাখী
ও যেন এক প্রাণবন্ত পাখি।

প্রজাপ্রতির মতো ডানা মেলে
ফুরফুর করে উড়ছিল ঊষার আকাশে,
কত না আনন্দ আর উল্লাসে
আগমনী বার্তা নিয়ে রঙিন বাতাসে।

আমি যেই না চোখ খুলি-
সে অমনি পালিয়ে যায় দূর অজানায়,
ফুলের পাপড়িগুলো উড়ে যায় হাওয়ায়
রৌদ্রের রঙ থাকে শুধু চাওয়ায় পাওয়ায়।

বাংলাদেশ

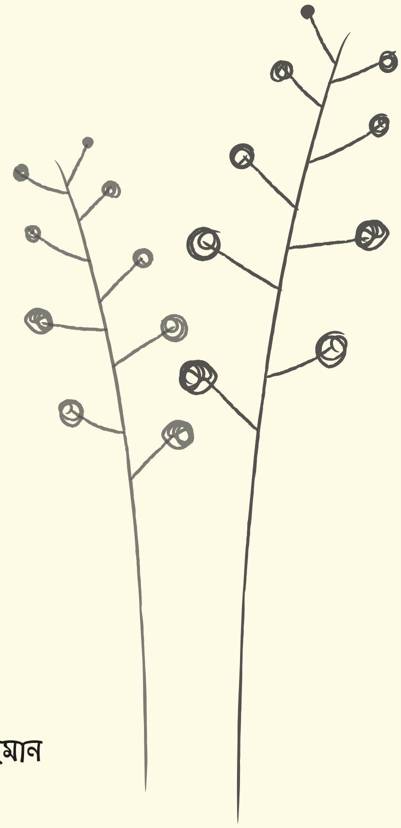

শাওয়ালের চাঁদ

রনক আহমদ চৌধুরী

বছর ঘুরে ঈদ এলো যে
সবার ঘরে ঘরে,
অথৈ সুখের বার্তা নিয়ে,
কাঁপছে খুশির ঝড়ে।

গড়িয়ে বিকেল সূর্য লুকায়
সন্ধ্যা যতই নামে,
শহর নগর দুরের গাঁয়ে
মানুষ ডানে বামে।

পুকুর পাড়ে বাঁশের ঝাড়ে
পাহাড় চূড়ার ফাঁকে,
শিশু-কিশোর জোয়ান বুড়ো
তাকিয়ে সবাই থাকে।

শাওয়াল মাসের চাঁদটা যখন
নীল আকাশে হাসে,
চিকন চাকন চাঁদটা দেখে
প্রাণ খুশিতে ভাসে।

রাতের শেষে ভোরের আলোয়
তুলবে সবাই ধ্বনি,
নামাজ পড়ে ভুলবে সবাই
কে বা গরিব ধনী।

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
ইমেইল- ronakchoudhury@gmail.com

গান

জুলি রহমান

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়েন নবীজি
এই কালিমা পড়ে পাখি ,বৃক্ষরাজী।
এই পাখিটার বসত কোথায় কেউ না জানি।
হলে সময় দিবে উড়াল সে যে কাজের কাজি।।

পাখির বসত আমার বসত একই ঘরের মাঝে।
হয় না দেখা হয় না কথা ব্যস্ত সদা কাজে।
অভিমানে পাখি আমার নেয় জনমের আড়ি!
ছাড়ে ঘরবাড়ি পোষ মানতে আরতো নয় রাজি।।

পুবের বেলা যায় পশ্চিমে অন্ধ ঘুলঘুলি
স্বার্থ পাশে মোহ পাশে মনটা মজালি!
হলো না তো নামাজ কালাম বিশুদ্ধ নয় মনের গলি
তসবিহ মালায় জপলি রে তুই ভুলেরই অর্জি।।

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

আমার মা

দেবর্ষি মুখোপাধ্যায়

আমার নিঃশ্বাসে ফোটা ফুলের গন্ধ
নরম পেলব হাতের ছোঁয়ার উষ্ণ আবেশে বন্ধ হয়েছে চোখের পাতা
তোমার গায়ের গন্ধের সুখানুভূতির অনুরণনে
দু-গাল বেয়ে গড়িয়ে পরে বিন্দু বিন্দু তরল স্নেহ
সেদিন যখন ওরা তোমাকে নিয়ে গেল কাঁধে করে
জানো, আমি খুব কেঁদে ছিলাম তোমার পাদুটো ধরে,
জীবনে মাত্র দ্বিতীয়বার।
আমার সাদা খাতায় লেখা কবিতার পঙক্তিতে
আমি থাকি বা না থাকি,
ব্যবহৃত শব্দের অভিঘাতে সম্বিৎ ফিরুক বা না ফিরুক
আজ কিন্তু মা তুমি আছ আমার সঙ্গে
এই কবিতার প্রতিটি পঙক্তিতে
কথা দিলাম দেখা হবে মা
আমার স্বপ্নের বারান্দায়
আমার বিশ্বাস তোমার রক্ত হতে সঞ্চিত
শব্দময় পৃথিবীতে তোমার হাত ধরে পায় পায় পথচলা
হাত ছুটলেও পথ ছাড়িনি মাগো
বেঁচে আছি মাটির কাছাকাছি
লক্ষ সুখ-স্বপ্ন নিয়ে সাজানো আমার বাড়ি
চোখের জলের সঙ্গে আজকে আমার আড়ি।

আগরতলা, ভারত

আজ কবিতা লেখার দিন

আবুসাঈদ আনসারী

মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ
মনে হচ্ছে আজ করোনাভাইরাসের ভয়ে
সারা আকাশটা পরেছে কালো একটা মাস্ক!
ব্রেন্টফোর্ডে আজ বৃষ্টি হবে খুব।
ওয়েদার ফোরকাস্টে 'সিরির' আওয়াজ খুব ক্ষীণ।

আজ কবিতা লেখার দিন। আজ কবিতা লেখার দিন।
গত রাতে স্বপ্নের মধ্যে আমাকে কবিতা লিখতে দেখলাম।
অনেক বিশাল কবিতা।
স্বপ্নে মানুষ অনেক অলৌকিক, আজগুবি জিনিস পায়
আর আমার কপালে জুটল কবিতা!
কবিতা আজ লিখেই যাব সারা দিন।

আজ কবিতা লেখার দিন। আজ কবিতা লেখার দিন।
না দেখা যায়, না ছোঁয়া যায়, এমন ভাইরাসের তাণ্ডবে
সময়টা এলোমেলো। টালমাটাল পৃথিবী।

বন্দি জীবন যেন শেষ হয় না...
বসে থাকব না আজ কবিতাবিহীন।

আজ কবিতা লেখার দিন। আজ কবিতা লেখার দিন।
কিওয়ার্কার হলে শুধু আপনি বাইরে যাবেন।
কারও লাশ দাফন করতে আপনি বাইরে যাবেন।
খবর প্রচার করতে আপনি বাইরে যাবেন।
তা না হলে আপনি ঘরেই থাকুন। নিরাপদে থাকুন।
বৈষম্য মেনে চলি তবু। বসে বসেই কেটে যাক দিন।

আজ কবিতা লেখার দিন। আজ কবিতা লেখার দিন।
পৃথিবীটা আজ এ রকম হলো কেন?
নিত্য দিনের কোলাহল কেন বন্ধ?
আবার কখন আমার ছোট্ট মেয়ে হাত ধরে যাবে স্কুলে?
জেরুজালেমের পথে কবে রওনা দেব কাফেলা নিয়ে?
কেবল ঈশ্বরের কাছে রেখে দেই সেই প্রশ্নগুলো এই দিন।

আজ কবিতা লেখার দিন। আজ কবিতা লেখার দিন।
যাওয়া হয়নি টেমসের পাড়ে বহু দিন।
পাখিগুলোর আওয়াজ আসছে অনবরত।
‘নুসাইবাহ’ তাদের পাউরুটি খাওয়ায় না কত দিন হলো?
ভাইরাস শুধু মানুষকেই চিনল?
পশুরা আজ কত স্বাধীন।

আজ কবিতা লেখার দিন। আজ কবিতা লেখার দিন।
আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় সবই স্বাভাবিক।
ভাবি বৃষ্টি এলে এইতো মহামারী যাবে ধুয়ে মুছে!

আবার রংধনু উঠবে আকাশ ঘিরে।
টেলিভিশনের থাকবে না আজ মৃত্যুর কোনো খবর।
ভাইরাসমুক্ত এসে গেল যেন নতুন দিন।

আজ কবিতা লেখার দিন। আজ কবিতা লেখার দিন।

লন্ডন, ইংল্যান্ড

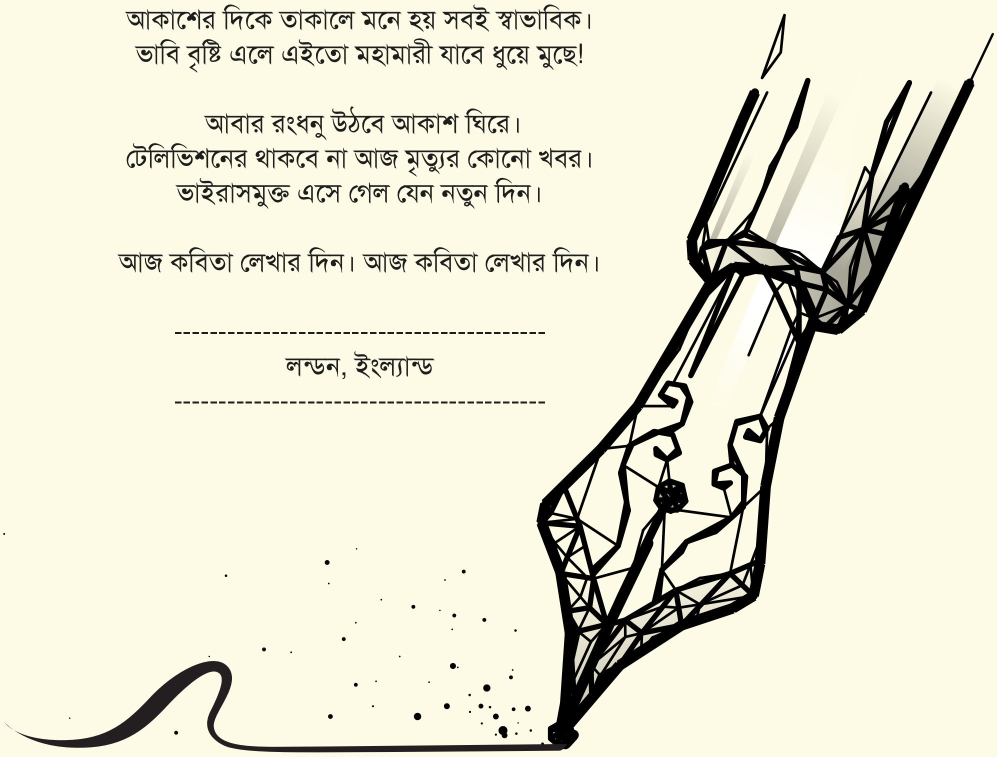

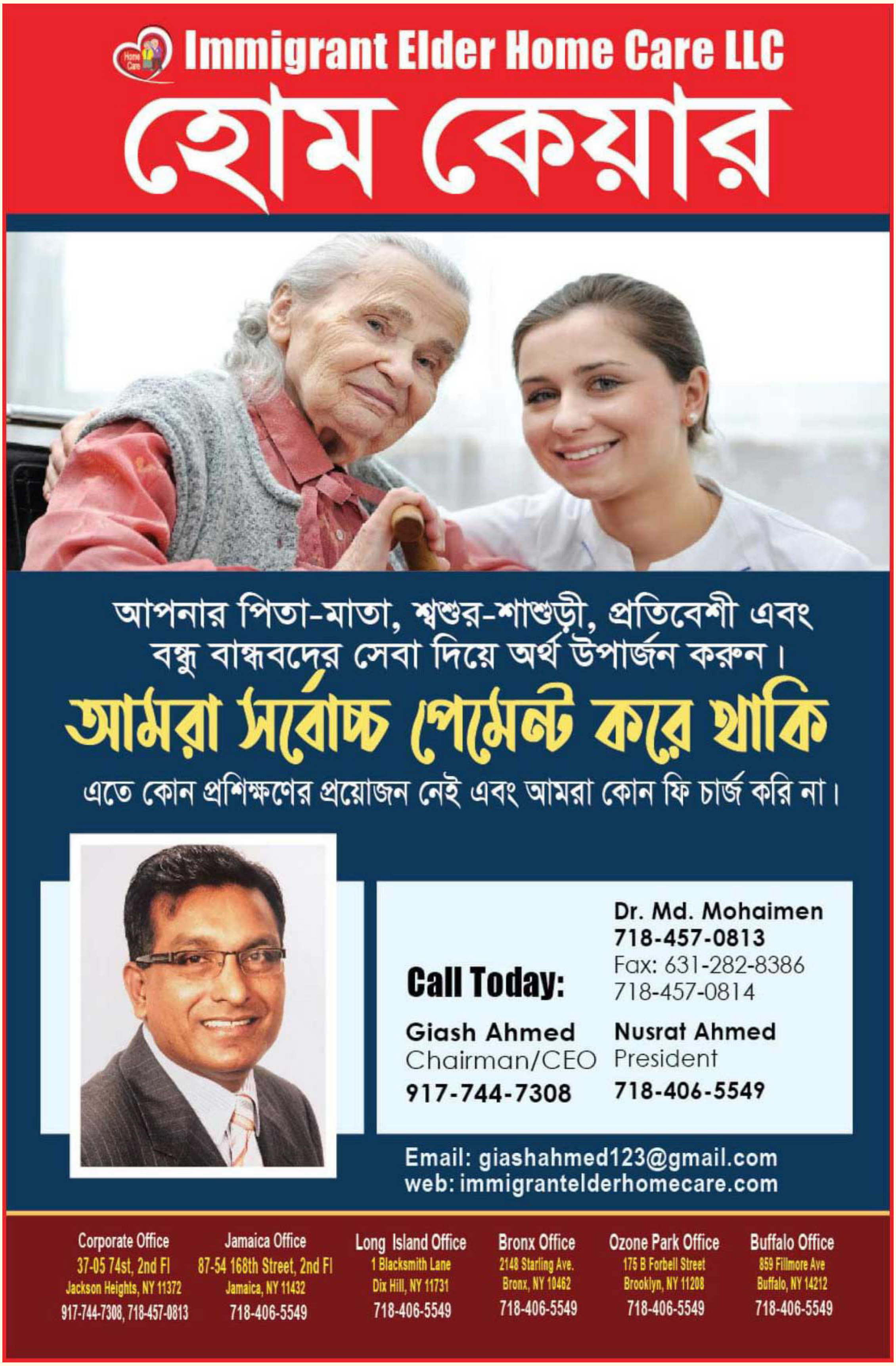
Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Call Today:
Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814
Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
Nusrat Ahmed
President
718-406-5549
Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Jamaica Office
87-54 168th Street, 2nd Fl
Jamaica, NY 11432
718-406-5549
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549
Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে বাঙালি কমিউনিটি তাদেরকে একটি পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ করার মহৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করেছিলো চ্যানেল ৭৮৬ ডট কম। শুরুতে এর নাম ছিলো এফ এম ৭৮৬। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাস করা বাঙালি কমিউনিটি,বিশেষ করে নিউইয়র্কে বসবাস করা বাংলাদেশিরাই চ্যানেল-৭৮৬ এর প্রাণ। এখানকার কমিউনিটির সুখে দুঃখে পাশে থাকার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

চ্যানেল-৭৮৬, যাত্রা শুরুর অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে দর্শক-শ্রোতার ভালোবাসা পাওয়া একটি কমিউনিটি নিউজ নেটওয়ার্ক। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি কমিউনিটির সেতুবন্ধ এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। বিশেষ করে নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটিকে এক সুতোয় গেঁথেছে চ্যানেল-৭৮৬ । সর্বশেষ সংবাদ আর সুস্থ বিনোদন সমৃদ্ধ বিভিন্ন অনুষ্ঠান মাধ্যমে যুক্ত করেছে সব শ্রেণির দর্শক-শ্রোতাকে।

প্রায় ৪ বছর আগে প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনা করা হলেও মূলত গত রমজান তথা ২০২০ সালের মে মাস থেকে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় এফ এম ৭৮৬ নামে। নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক,শিক্ষক,ইসলামিক স্কলার ও সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় রেডিও ব্যাক্তিত্ব জাহান অরণ্যর হাত ধরে এর যাত্রা । হাটি হাটি পা পা করে বর্তমানে এর কলেবর অনেক বেড়েছে। নিউইয়র্কের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও যুক্ত আছেন এক ঝাঁক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সাংবাদিক।

বাংলা ভাষাভাষী পৃথিবীর সব মানুষের জন্য হলেও এর কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় বাঙালি কমিউনিটি থাকে চ্যানেল-৭৮৬ এর যে কোনো প্রচারের সর্বাগ্রে। ১৫০-১৫ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, কুইন্স, নিউইয়র্ক-১১৪৩২ এ প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানায় চ্যানেল-৭৮৬ এর দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন এর নিবেদিতপ্রান কর্মীরা। যদিও নিউইয়র্কে প্রচুর বাঙালির বসবাস, তবু এখনো তাদেরকে বসবাস করতে হয় নানা বৈষম্যকে সঙ্গী করে। আর সেজন্যই তাদেরকে মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে চ্যানেল-৭৮৬। কমিউনিটির নানা আঞ্চলিক সংগঠনকে দর্শক-শ্রোতার কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়া, তাদের বিভিন্ন উদ্যোগকে প্রচার করার কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছে এই কমিউনিটি নিউজ নেটওয়ার্ক।

বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধি হওয়ার লড়াইয়ে নামেন, প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সর্বাত্মকভাবে তাদের পাশে থাকে চ্যানেল-৭৮। এছাড়া

এখন পর্যন্ত কমিউনিটির ২০টিরও বেশি অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করেছে এই সংবাদ প্রতিষ্ঠান।

জীবনঘনিষ্ঠ নানা আয়োজনের কারণেই ইতোমধ্যে আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকে না চ্যানেল-৭৮৬ এর কার্যক্রম। সময়ের প্রয়োজনে, দর্শক-শ্রোতার চাহিদা মাথায় রেখে হাতে নেওয়া হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। এই যেমন বিজয়ের মাসের (ডিসেম্বর) বিশেষ আয়োজন হিসেবে ছিল 'আমার মুক্তিযুদ্ধ'। প্রবাসে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শোনান মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার গল্পগাঁথা। এর বাইরে আরও কিছু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতার মন জয় করে নিয়েছে নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত এই কমিউনিটি নিউজ নেটওয়ার্ক। এছাড়া বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম আছে পরিকল্পনাধীন।

চ্যানেল-৭৮৬ আছে দৃষ্টিনন্দন ওয়েব নিউজ পোর্টাল। দেশ-বিদেশের সর্বশেষ খবর প্রকাশিত হয় এই পোর্টালে। নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বাঙালি কমিউনিটির সংবাদ প্রচার করা হয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে।

৬ মাসের কিছু বেশি সময়ের পথচলায় চ্যানেল-৭৮৬ এর আছে ১ লাখ ফলোয়ার সমৃদ্ধ ফেসবুক পেইজ। ৪ হাজার ৫০০'র অধিক সাবসক্রাইবার সমৃদ্ধ ইউটিউব চ্যানেল। ফেসবুক ছাড়াও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আছে সক্রিয় পেইজ।

প্রাইম নিউজ
কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স
নিউইয়র্ক ডায়েরি
বিশ্বগণমাধ্যম শিরোনাম
প্রেসিডিন্সিয়াল ইলেকশন অ্যাওয়ার্ড
আমার মুক্তিযুদ্ধ
স্টুডিও নিউইয়র্ক
আপনার জিজ্ঞাসা
প্রবাস তারকা
নাশিদ টাইমস
স্বাস্থ্য সুরক্ষা
তারুণ্যের বিজয় ভাবনা
বিজয়ের গল্প
সিক্সটি মিনিটস উইথ
এসএম সোলাইমান
হ্যালো প্যারিস
গেট আউট এন্ড ভোট
হ্যালো ইজিপ্ট
বরকতময় রমজান
খতমে কোরআন
আজকের তারাবি
দরসে হাদিস

দ্যা স্মল কাইন্ডনেস
ইয়ুথ টক
জেনে নিন
থটি অব রমাদান
দাওয়াহ অব রমাদান
কলিং টু পিস
নূরের খেয়া
রমাদান কুইজ
সাওয়াল ও জাওয়াব
হ্যালো মদিনা
ইসলাম জানা অজানা
জুমার খুতবা
আমরা তোমাদের ভুলবোনা
একাত্তরের দিনগুলি
সুন্দর জীবনের জন্য
হাদিস ও কুরআন
কংক্রিটের কাব্য

CHANNEL 786
COMMUNITY NEWS NETWORK

150-15 Hillside Ave, Jamaica Queens, New York 11432
Phone : +1 212-729-0610, +1 (718) 355-9232

দেখুন
শুনুন
এবং পড়ুন
www.channel786.com

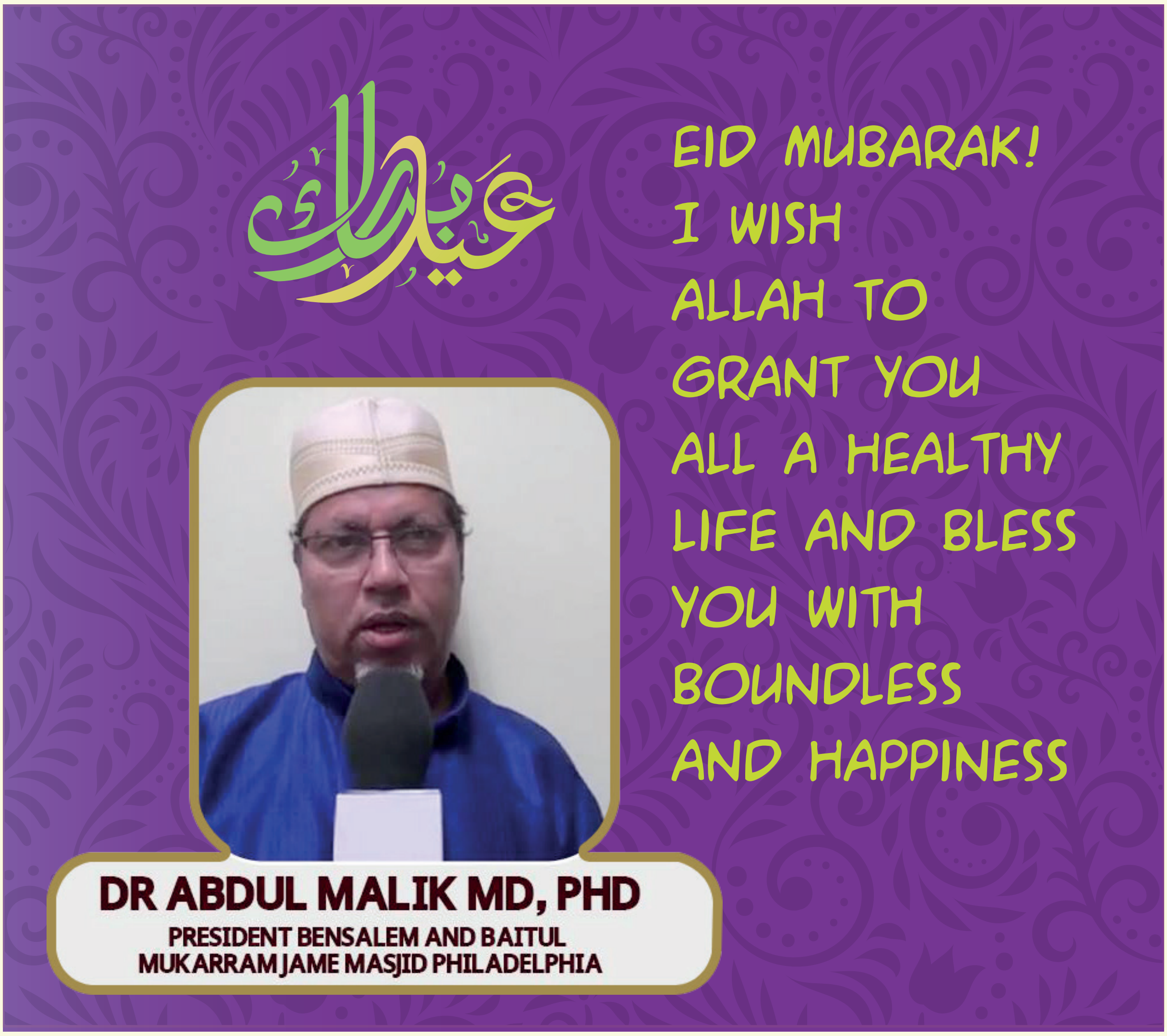
EID MUBARAK!
I WISH
ALLAH TO
GRANT YOU
ALL A HEALTHY
LIFE AND BLESS
YOU WITH
BOUNDLESS
AND HAPPINESS
DR ABDUL MALIK MD, PHD
PRESIDENT BENSALEM AND BAITUL
MUKARRAM JAME MASJID PHILADELPHIA

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com
MLS
Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

KARNAFULLY TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)
IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা - রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372
E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com
Web: www.karnafullytravel.com

সুধীজনের ঈদ শুভেচ্ছা

ই-টু-ডি ওয়ার্ল্ড স্কুলের পক্ষ থেকে চ্যানেল ৭৮৬ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা! শুধু টাকা বা কাপড় দিয়ে নয়, চলুননা এবার ঈদে আমরা আমাদের সবচেয়ে নিঃস্বঙ্গ কাছের মানুষটির জন্য দুই ঘন্টা সময় বরাদ্দ করি! আমি এক ঘন্টা সময় নিয়ে তাঁর পুরোনো প্রিয়জনের ছবি আর স্মৃতিময় কিছু সময়ের একটা এলবাম তৈরী করবো বলে ভাবছি! তারপর ওই মানুষটির সাথে একটা ঘন্টা সময় পার করবো বলে ঠিক করেছি! আসুক না ফিরে কিছু ফেলে আসা সময়! ঈদ মোবারক

বারি কাহার
চ্যান্সেলর, ওয়ার্ল্ড স্কুল

যে যেখানে আছেন সবাইকে ঈদ মোবারক। ঈদের এই দিনটি আনন্দময় হোক এই আশা করছি সুদুর উইনডি সিটি শিকাগো থেকে। শিকাগোতে এখন বাংগালী মহলে ফোবানার শানাই বাজছে। প্রতিটি বাংলাদেশীদের মুখে একটি কথাই মুখরিত হচ্ছে সেটা হলো ফোবানা। এই ফোবানারাই আয়োজন নিয়ে নিজেকে অনেক ব্যাসত থাকতে হচ্ছে। তবে ঈদের আনন্দ থেকে কোন অবস্থাতেই নিজেকে দুরে রাখা যাবে না। আশাবাদী আপনারাও সবাই সেই আনন্দে শরিক থাকবেন। ধন্যবাদ

মকবুল এম আলী
সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব শিকাগোল্যানড
কনভেনার, ফোবানা ২০২২ শিকাগো

চ্যানেল ৭৮৬ এর ঈদ সংখ্যা-২০২২ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মুখপাত্র হিসেবে চ্যানেল ৭৮৬ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করি।বাংলাদেশের সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রভা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দীপ্যমান হোক।আমি চাই একটি গণতান্ত্রিক দেশের কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হোক।চিন্তার মুক্তি ঘটুক। এই প্রবাহ তৈরির জন্য চ্যানেল ৭৮৬ এর ভূমিকা প্রশংসার্হ। আমেরিকা একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র। সেদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, তথ্যপ্রযুক্তি গণমুখিন।সুদূর আমেরিকা থেকে চ্যানেলটি যে দেশপ্রেমের উদাহরণ তৈরি করেছে তার প্রতি আমার অকুণ্ঠ সমর্থন রইলো। জয় হোক চ্যানেল ৭৮৬ এর।

রেজাউদ্দিন স্টালিন
কবি ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

আমি আকাশ। কলকাতা থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি চ্যানেল ৭৮৬ কে। ঈদ এর অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

আকাশ সেন
সঙ্গীত শিল্পী, ভারত

ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। ঈদের আনন্দ বহুগুনে বেড়ে যায় এই খুশি ভাগাভাগির মাধ্যমে। এবারের ঈদ হোক আমাদের প্রতিবেশীদের নিয়ে ভালোভাবে থাকার ঈদ, হোক সবার জন্যে আর্থিক সামাজিক ভাবে সমৃদ্ধির ঈদ, হোক সবার জন্যে সুস্থ ঈদ। অনেক শুভকামনা ও ভালোবাসা রইলো রক্তদাতাদের জন্যে, চ্যানেল ৭৮৬ এর দর্শকদের জন্যে।

মো শাহরিয়ার হাসান জিসান
প্রতিষ্ঠাতা, ব্লাডম্যান
ন্যাশনাল কনসালটেন্ট
এটুআই, আইসিটি ডিভিশন, বাংলাদেশ।

ঈদুল ফিতর ইসলামের রীতি-নীতি অনুযায়ী ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ পালন করার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি নিহিত রয়েছে। ঈদুল ফিতর মুসলিমদেরকে সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দেয়। এভাবে ঈদুল ফিতরের উৎসব ইসলামি জীবন পদ্ধতির ভিত্তিতে একটি বিশ্বজনীন নীতির ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। এ আনন্দের দিনে প্রতিটি মুসলিম তার সামাজিক অবস্থান ভুলে যায় এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পর তৃপ্তিতে একে অপরকে আলিঙ্গন করে। পার্থক্য থাকে না ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সবল-দুর্বল, বংশ গৌরব, কৌলিন্য ও মান-মর্যাদা। চ্যানেল ৭৮৬ ঈদ সংখ্যার সর্বোচ্চ প্রচার কামনা করছি এবং কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ সফলতা ও সু- স্বাস্থ্য কামনা করছি।

শায়েখ সাদিকুর রহমান আল আজহারী
ইসলামিক স্কলার

চ্যানেল ৭৮৬ এর ঈদ সংখ্যা- প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আশা করছি চ্যানেল ৭৮৬ এভাবেই সবসময় আমাদের তথ্য-বিনোদন এবং সংবাদ পরিবেশন করে যাবে। সবাইকে ঈদ এর শুভেচ্ছা । ঈদ মোবারক ।

নজরুল ইসলাম
প্রেসিডেন্ট, ইউএস বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ক্যালিফোর্নিয়া
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অফ লস এঞ্জেলস (বাফলা)

ঈদ আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য সুখ বয়ে আনুক। ঈদ-উল-ফিতর মোবারক! চ্যানেল ৭৮৬ এর ঈদ সংখ্যা প্রকাশ এই ঈদের আরোও বড় একটি খুশির উপলক্ষ । আল্লাহ আপনার জীবন সুখ ও মানসিক শান্তিতে প্লাবিত করুন। ফোবানার পক্ষ থেকে সবাইকে ঈদ মোবারক, সেই সাথে ফোবানা কনভেনশনে অগ্রিম অমন্ত্রন রইল। আল্লাহ সবার মঙ্গল করুন। ফোবানা পরিবারের পক্ষ থেকে

রেহান রেজা
চেয়ারম্যান, ফোবানা

ঈদ মানে খুশি ঈদ মানে আনন্দ, আর এই খুশির উপলক্ষে চ্যানেল ৭৮৬ ঈদ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে আমাদের কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি খবর। ফোবানার পক্ষ থেকে চ্যানেল ৭৮৬ এর দর্শক এবং পাঠকদের জানাই ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক।

মাসুদ রব চৌধুরী
সেক্রেটারি, ফোবানা

GLOBAL DAWAH
TELEVISION ITVUSA
DBA OF DAWAH
DAWAH USA INC
USA
ITVusa available on following networks
ITVUSA AVAILABLE NOW
App Store
Google Play
150-1 Hillside Avenue, Jamaica, New York 11432, USA +1 212 729 0610 | itvusa.tv@gmail.com

মাত্র ৬ মাসে
শিখুন QA ENGINEERING
আয় করুন সিক্স ডিজিট স্যালারি।
সিক্স ডিজিট স্যালারি আয় করুন।
আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড ও
কোডিং জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।
১০০% জব প্লেসমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স।
শুধুমাত্র ট্রান্সফোটেক অ্যাকাডেমিতে
(844) 394-4826
TRANSFOTECHACADEMY.COM
Transfotech
ACADEMY

ঈদ মোবারক
এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক
Biman
BANGLADESH AIRLINES
KUWAIT AIRWAYS
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৫৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
SAUDI ARABIAN AIRLINES
আমাদের কাছে পাবেন ওমরাহ প্যাকেজ
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল
দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে
ওমরাহ করে যেতে পারেন
Emirates
QATAR AIRWAYS
DELTA AIR LINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
মক্কা ও মদিনায়
আমাদের আছে অভিজ্ঞ
মোয়াল্লেম
আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।
উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত
আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ
পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

CHANNEL 786
COMMUNITY NEWS NETWORK

Eid
MUBARAK

150-15 Hillside Ave, Jamaica Queens New York, NY 1143
channel786.com +1 212-729-0670 channel786usa@gmail.com

COMMUNITY NEWS NETWORK